নাটক

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র : SSC-1651

মানবণ্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন **(কাঠামোবদ্ধ)**	: ৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	: ৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
		সর্বমোট = ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০ নম্বর।

গদ্য, কবিতা ও সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) অংশের প্রতিটিতে ৩টি করে প্রশ্ন থাকবে।

প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টিসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।
প্রশ্ন ৪টির নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে গদ্য থেকে ১৫টি, কবিতা থেকে ১৫টি এবং সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) থেকে ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

নাট্যকার-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা মারা যান। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ, আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও তা শেষ করতে পারেননি। কেননা এমএ ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ সালে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' এর সাংবাদিক হন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। তখন থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল', 'পরিচয়', 'অরণি', 'পূর্বাশা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি করাচি বেতারের বার্তা সম্পাদক হন এবং তারপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ এবং অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সঙ্কোচপরায়ণ একজন ব্যক্তি। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যয়নস্পৃহা ও কল্পনাপ্রিয়তা। তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো যে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি গল্প এবং উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের যে সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবনের চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি তিনি মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীর মতোই উদ্‌ঘাটন করেছেন। শুধু উপভোগ্য মজাদার গল্প রচনা তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তিনি মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে তিনি গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)-তে চেতনা-প্রবাহ রীতি ও অস্তিত্ববাদের ধারণাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নয়ন চারা' ও 'দুই তীর' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৬৫ সালে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষামূলক তিনখানি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হল 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'সুড়ঙ্গ'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন এবং প্যারিসেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর' নাটকটি পড়া শেষে আপনি –

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখতে পারবেন।
- 'বহিপীর' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
- বহিপীরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রতিবাদী ব্যক্তি হিসেবে তাহেরা ও হাশেমের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পীরপ্রথার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একজন সার্থক নাট্যকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা সবাই কম-বেশি নাটক দেখেছি; কখনো মঞ্চে বা টেলিভিশনে, কখনো বা নাটক শুনেছি রেডিওতে। আপনিও নিশ্চয়ই নাটক দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। অতীতকালে নাটক কেবল দেখারই বিষয় ছিল। এজন্য প্রাচীন ভারতে নাটককে বলা হতো দৃশ্যকাব্য। কিন্তু আধুনিককালে প্রচার মাধ্যমের উন্নতির ফলে এখন নাটক শোনারও বিষয় হয়েছে। যেমন আমরা নাটক শুনি রেডিওতে, কখনো বা ক্যাসেট প্লেয়ারে। আপনিও তো নাটক দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। কিন্তু বলতে কি পারবেন, নাটক কাকে বলে? নাটকের বৈশিষ্ট্য কী? প্রশ্নটা একটু জটিল হল, তাই না? দেখাই যাক তাহলে, বিষয়টা সহজভাবে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি।

সাহিত্যের নানা রকম শাখা রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ –এগুলো সাহিত্যের প্রধান শাখা। এসব শাখার মধ্যে নাটক খুবই জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। সহজ কথায় বলা যায়, নাটক দেখা ও শোনার বিষয়। মনে করুন, আপনি টেলিভিশনে একটি নাটক দেখতে বসেছেন। নাটক শুরু হল। কিন্তু আপনার সামনে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি আসছে না কিন্তু শব্দ ঠিকভাবেই শুনতে পারছেন। নিশ্চয়ই আপনার খুব খারাপ লাগবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিই যদি দেখা না গেল, তাহলে নাটক দেখে আর আনন্দ কোথায়? আবার মনে করুন, আপনার টেলিভিশনে ছবি খুব ভালো আসছে, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাহলেও আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। তাই নয় কি? এমনটা কেন হয়? কারণ, আমরা আগেই বলেছি, নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। অবশ্য মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে রেডিও নাটক। রেডিও নাটক আমরা কেবল শুনি; কিন্তু দেখি না, দেখতে চাই না।

এবার তাহলে নাটকের একটা সংজ্ঞা দেয়া যাক। এখানে মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন মাধ্যমে নাটক উপস্থাপিত হলেও সাহিত্যে বা নাট্যতত্ত্বে যে নাটকের আলোচনা করা হয়, তা মূলত মঞ্চনাটক। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে

মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তাকে নাটক বলে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে –এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। নাটক শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটক –তিনটি শব্দেরই মূল হল নট্। আর নট্-এর অর্থ হল নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Drama-র মধ্যেও একই সত্য আমরা খুঁজে পাই। Drama শব্দের মূলে রয়েছে গ্রিক শব্দ Dracin, যার অর্থ to do অর্থাৎ কিছু করা। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস উপলব্ধি করতে পারি। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দলাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

আপনি আগেই জেনেছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। বস্তুত, সাহিত্যের অন্য যে সব শাখা রয়েছে, সেখানেও মানব জীবনের নানা দিক রূপায়িত হয়। তাহলে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যশাখার মৌলিক পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য হল, নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে; কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এজন্যে অন্যান্য সাহিত্য-শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে :

১. কাহিনি বা বিষয়;
২. চরিত্র;
৩. সংলাপ এবং
৪. পরিবেশ।

একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনির মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, নাটকে সময়েরও সীমাবদ্ধতা থাকে। তাই কাহিনি এতটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হবে। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না। বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়ে গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনি।

কাহিনিকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনি দাঁড়াবে কীভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত নাটকে একটি প্রধান চরিত্র থাকে। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্র তো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে আসে আরো কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকেই দুগুচ্ছ চরিত্র থাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন, পৃথিবীর যে কোনো সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্য-কাহিনিতে চরিত্র বিকশিত হয়।

কাহিনি আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হল না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্যে চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনি ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে–

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;
খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ এবং
গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য-পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ এখানে করতে হয় নাট্যকারকে।

নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ-সংযোজন, আলোক-বিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চ-নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে এ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য-নির্দেশক। তবে পরিবেশ নির্মাণের এ নির্দেশনা নাট্যকার নাটকে দিয়ে থাকেন। নাট্যকারকে এ-বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। এমন কোনো পরিবেশ নাটকে না থাকাই ভালো, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা অসম্ভব।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, নাটকের যে চারটি উপাদানের কথা বললাম তার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় বা প্রধান উপাদান। না, কোনো উপাদানকেই আমরা প্রধান বলবো না, প্রধান করে বলারও কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু মনে রাখব, ঐ চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, এক-এক যুগে এক-একটি উপাদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে কাহিনি এবং চরিত্রের স্থানই উচ্চে।

গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল প্রাচীন গ্রিক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের গঠনকৌশল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ঐক্যত্রয় হচ্ছে–

১. কালের ঐক্য;
২. স্থানের ঐক্য ;
৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক মঞ্চে যত সময় অভিনীত হবে, সে-সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট হতে পারে।

স্থানের ঐক্য হল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকের চরিত্রসমূহ যতটুকু স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটুকুই দেখানো হবে। এর বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। ঘটনার ঐক্য হল, নাটকে এমন কোনো ঘটনা আনা যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। মূল নাট্য-কাহিনিকে অ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত –এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে এ-তিন পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনি বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হল আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্তপর্বে অতি দ্রুত কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। অ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনির এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, ওপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো অসাধ্য কাজ। এই দুই ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালে নাটকে আমরা ঐ দুই ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করি না। এমনকি শেক্সপিয়রও কাল ও স্থানের ঐক্য তাঁর সব নাটকে মানেননি। ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না।
একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। পর্ব পাঁচটি নিম্নরূপ–

১. কাহিনির আরম্ভ Exposition (মুখ);
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি Rising Action (প্রতিমুখ);
৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব Climax (গর্ভ);

৪. গ্রন্থিমোচন Falling Action (বিমর্ষ);

৫. যবনিকাপাত Conclusion Denouement (উপসংহতি)।

ওপরের পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করে রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় একটি অঙ্ক। অ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। বর্তমান কালে নাট্যকারেরা পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

আপনি যেসব নাটক দেখেছেন, তার সবগুলোই কি একই রকমের? নিশ্চয়ই নয়। কোনো নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা কষ্ট। কোনো কোনো নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের বিজয়কাহিনি কিংবা তার পতন ও পরাজয়ের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। নানা ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেয়া হল :

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণিবিভাগ				
ভাব-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোম্যান্টিক	বাস্তববাদী		
বিষয়-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	রাজনৈতিক	চরিতমূলক
রস-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ট্র্যাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজি-কমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাঙ্কেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	কাব্যনাটক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক	-	-

আপনি ইচ্ছা করলে আরও কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয়স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিনটি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন– বেতার-নাটক, টেলিভিশন-নাটক, মঞ্চ-নাটক ইত্যাদি।

বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিসে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে প্রায় দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। রুশদেশীয় যুবক হেরাসিম লেবেডফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে মঞ্চস্থ করেন। 'দ্য ডিসগাইজ'-এরই রূপান্তরিত বাংলা নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটকটি বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেডফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন– ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য-উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোক-নাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য ও গীতের সাক্ষাৎ আমরা এসব রচনায় পাই। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কেই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে ধরা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড় শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। নিচে একটা ছকের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার, নাটকের নাম ও প্রকাশকাল আমরা উল্লেখ করছি। বলাই বাহুল্য, ছকটি একটা নমুনা মাত্র। তবে এ-ছক থেকে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্ত্তিবিলাস	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্তবিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬১ ১৮৬০ ১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ সধবার একাদশী	১৮৬০ ১৮৬৬
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী জমীদার দর্পণ	১৮৭৩ ১৮৭৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	জনা	১৮৯৪
অমৃতলাল বসু	প্রফুল্ল	১৮৮৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন ডাকঘর রক্তকরবী	১৮৯০ ১৯১১ ১৯২৩
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	টিনের তলোয়ার	১৯৭১

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওপরের তালিকা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। এবার আমরা বাংলাদেশের নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। বিভাগ-পরবর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। ১৯৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটকের নাম ছকে উপস্থাপিত হল–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর কবর	১৯৬২ ১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	বহিপীর	১৯৬০

	তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৬৫
	মহাকবি আলাউল	১৯৬৬
সাঈদ আহমদ	কালবেলা	১৯৭৬
	শেষ নবাব	১৯৮৯
জিয়া হায়দার	শুভ্রাসুন্দরী কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫২
	অগ্নিগিরি	১৯৫৯
মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ	স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা	১৯৭৬
	বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল	১৯৮৫
	সাত ঘাটের কানাকড়ি	১৯৯১
সৈয়দ শামসুল হক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	১৯৭৬
	নূরলদীনের সারা জীবন	১৯৮৩
মামুনুর রশীদ	ওরা কদম আলী	১৯৭৮
	ইবলিশ	১৯৮২
আবদুল্লাহ আল মামুন	সেনাপতি	১৯৮০
	কোকিলারা	১৯৮৯
সেলিম আল দীন	কিত্তনখোলা	১৯৮৬
	যৈবতী কন্যার মন	১৯৯২
আব্দুল মতিন খান	গিলগামেশ	১৯৮২

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটকের রচয়িতা কে?
ক. তারাচাঁদ শিকদার খ. ইউজিন ও' নীল গ. বিক্রম শেঠ ঘ. ওরহাম পামুক

২. মঞ্চনাটকে কৃত্রিমভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়–
i. মঞ্চে সজ্জার মাধ্যমে ii. আলোক সম্পাতের মাধ্যমে iii. শব্দযোজনার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কাহিনির উৎস পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক হতে পারে। কিন্তু এটি বিভিন্ন অঙ্ক বা দৃশ্যে বিভক্ত হতে হবে। কাহিনি সাধারণত গদ্যে রচিত হয়, তবে পদ্যেও রচিত হতে পারে। বড় কথা হল কাহিনিটিতে উত্থান-পতন থাকবে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে রচনাটির–
ক. লালসালু খ. বহিপীর গ. চাঁদের অমাবস্যা ঘ. ইবলিশ

৪. উদ্দীপক ও 'রচনা'টির আলোকে নাটকের শ্রেণিকরণ হতে পারে যে ভাবে–
i. পৌরাণিক ii. ঐতিহাসিক iii. সামাজিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- 'বহিপীর' নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাশেম আলি, হাতেম আলি, খোদেজা, তাহেরা ও বহিপীরের পরিচয় ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- বহিপীর নামের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[হেমন্তের বেলা নয়টা। পানির শব্দ, জাহাজের সিটি-ধ্বনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি গানের অতি ক্ষীণ রেশ ইত্যাদির সমবেত কোলাহলের মধ্যে পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের অধিকাংশ স্থান জুড়ে দু-কামরাওয়ালা একটি রঙদার বজরা। কোণে সামান্য উঁচু পাড়, বজরা থেকে সে পাড়ে যাতায়াতের জন্য একটা সিঁড়ি।

দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনে জানালাগুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পারের আভাস ও কিছুটা টানি দেখা যাবে। বজরার সামনে পাটাতনে বসে একটি চাকর মসলা পেষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তারই কাছাকাছি বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা টানে। ছাদে শুকায় একটি রঙিন আলখাল্লা ও পায়জামা।

বড় কামরায় হাতেম আলি চাদরে আধা-শরীর ঢেকে বহিপীরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো, মুখে চিন্তার ছাপ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বহিপীরের বয়স কিছু বেশি কিন্তু মজবুত শরীর। মুখে আধা-পাকা দাড়ি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা।

পাশের ঘরে হাতেম আলির ছেলে হাশেম আলি মোড়ায় বসে বসে তার মা খোদেজা ও তাহেরার তরকারি কোটা দেখে। হাশেম আলি যুবক মানুষ; অস্থির মতি ও একটুতে রেগে ওঠার অভ্যাস। কখনো সে পায়চারি করে, কখনো বসে, কখনো বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জানালার ধারে বিছানা পাতা বেঞ্চির ওপর।

তাহেরার বয়স অল্প; মুখে সামান্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সেটা অবশ্য সব সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকরটিকে মসলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে থেকে আসবে যাবে এটা-সেটা নিয়ে।

পর্দা ওঠার পর হাতেম ও বহিপীরের আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলি ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ]

হাশেম - কী ঝড়ই হল শেষ রাতে! এমন ঝড় কখনো দেখিনি। সময়মতো খালের ভেতর ঢুকতে না পারলে কে জানে কী হতো। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আপনি ভয় পেয়েছিলেন কী?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে কেবল)

খোদেজা - যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে, সে অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আমি এ কথা বুঝি না যে তুমি কী করে পালাতে পারলে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কে কখন এমন কথা শুনেছে? (একটু থেমে) পালাবার সময় সত্যিই এ কথা খেয়াল হয়নি যে কোথায় যাব কোথায় থাকব কী করে এমন কাজ করি?

তাহেরা - (আবার মাথা নাড়ে)

খোদেজা - (কাজ করতে করতে) কাল ডেমরার ঘাটে আমরা যদি বজরা না থামাতাম আর বিপদে পড়েছ দেখে তোমাকে যদি তুলে না নিতাম, তবে কোথায় থাকতে এখন, যেতেই বা কোথায়? (উত্তর না পেয়ে) হঠাৎ দেখি তীরে ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরটা এসে বলল, একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে, সেও ডাকচিৎকার পেড়ে কাঁদছে। তাদের নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? জানেও না কোথায় যাচ্ছে। শুনে ভিড় জমে গেছে, বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে। (থেমে) কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ; আমি তোমাকে ডেকে না পাঠালে কী হতো তোমার?

তাহেরা - (সামান্য হেসে) অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?

হাশেম - ছেলেটি কে ছিল?

তাহেরা - চাচাতো ভাই।

খোদেজা - তার কথা সে বলেছে আমাকে। অল্প বয়সের ছেলে, না বুঝে না শুনে ওর কথায় পালানোর সাথী হয়েছিল। কিন্তু ডেমরায় পৌঁছে ছেলেটার হঠাৎ হুঁশ হল; এ কী সে করছে। তখন বলে, পুলিশ এলো, এসে ধরল তাদের। তা ছাড়া ক্ষিধাও পেয়েছে অথচ পয়সা নাই কারও কাছে। ভয়ে আর ক্ষিধায় কাঁদতে লাগল ছেলেটা। (তাহেরাকে) অথচ তুমি মেয়ে হয়েও তোমার চোখে না ছিল ভয়, না ছিল কান্না, শাবাশ মেয়ে তুমি। এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না।

তাহেরা - (হেসে) আপনার তো বুড়োর কাছে বিয়ে হয়নি, আপনি কী করে বুঝলেন কেন বা কী করে পালিয়েছি?

খোদেজা - (বিস্ময়ে) কথা শোনো! বুড়োর কাছে বিয়ে হলেই এমন করে পালায় নাকি কেউ? বিয়ে হল তগদিরের কথা। কারও ভালো দুলা জোটে, কারও জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ সবই পায়, কেউ পায় না। তাই বলে পালাতে হয় নাকি? ওটা কত বড় গুনাহ্ তা বোঝো না?

তাহেরা - (মুচকি হেসে, উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে) নদীতে খালি কচুরিপানা। নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না, পদ্ম-পলাশ থাকে না। খালি কচুরিপানা, কেবল কচুরিপানা ভেসে যায়।

খোদেজা - না, মেয়েটির চিন্তাভাবনা নাই। সুখেই আছে।

হাশেম - বাড়িতে কে আছে আপনার?

তাহেরা - (একনজর হাশেমের দিকে তাকিয়ে) বাপজান আর সৎমা। যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমাই তাঁর মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পীরসাহেব একবার এলেই তাঁরা তাঁর খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (থেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?

খোদেজা - কী ঢঙের কথাই যে তুমি বলো! পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কোনো খারাপ কথা নয়। (হঠাৎ মনে পড়ায়) ভালো কথা, পীরসাহেব রাতেও খাবেন নাকি, হাশেম?

হাশেম - না। দুপুরে খাওয়ার পরেই চলে যাবেন। আব্বা অনেক বললেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর নাকি জরুরি কাজ আছে। পীরসাহেবের লেবাসও দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কাল রাতে মাঝিরা তাঁকে আমাদের বজরায় তুলে না নিলে তিনি হয়তো ডুবেই মারা যেতেন।

খোদেজা - তাঁর নৌকার সঙ্গে বজরার কী করে ধাক্কা লাগল বুঝলাম না।

হাশেম - ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে আর হাওয়ার ধাক্কায় মাঝিরা বোধ হয় ঠিক সামাল দিতে পারেনি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা এক মিনিটে আধা-ডোবা হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, বজরার কিছু হয়নি। মনে হয়, ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীরসাহেবের নৌকাটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পীরসাহেব আর তাঁর সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।

খোদেজা - কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে এলো অচেনা-অজানা এই মেয়েটি। তারপর পানিতে ডুবে মরতে মরতে বজরায় উঠে জান বাঁচালেন এক পীরসাহেব।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) এই পীরসাহেব আপনার পীরসাহেব নন তো?

তাহেরা - না। তাঁকে ভালো না দেখলেও তাঁর গলা অনেক শুনেছি। নিশ্চয়ই গলা চিনতাম। তা ছাড়া তিনি হঠাৎ নৌকা করে এদিকে যাবেনই বা কোথায়?

হাশেম - (রসিকতা করে) হয়তো আপনার খোঁজে বেরিয়েছেন।

তাহেরা - (কথাটা ভেবে ভয় পায়; কিছু বলে না।)

খোদেজা - তাহলে তো ভালোই হয়। এই বজরাতেই পীরসাহেব আর তাঁর বিবির মিলন হয়, মাঝখানে থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।

তাহেরা - (হঠাৎ তরকারি কোটা বন্ধ করে অধীরভাবে সোজা হয়ে বসে) না না, অমন কথা বলবেন না।

খোদেজা - (বিরক্ত হয়ে) না, এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, বাবা। বয়স হলেও পীর হল পীর। তা ছাড়া জোয়ান পীর তো দেখা যায় না।

[পাশের ঘর থেকে হাতেম আলি ছেলেকে ডাকেন, হাশেম, হাশেম। হাশেম সেই কামরায় যায়। যাওয়ার সময় দরজা খুলে তাহেরা উঁকি মেরে দেখে, তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তাহেরা আর খোদেজা মাঝে মাঝে আলাপ করবে বটে, কিন্তু এবার তাদের কথার আওয়াজ দর্শকদের নিকট পৌঁছাবে না।]

হাতেম আলি - পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে।) ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, কদিন বাঁচি না-বাঁচি ঠিক নাই, যত দিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গে থাকো। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলব, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তাই বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ-কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিল হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভেতরে ঢোকার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনার নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা-ডোবা হবে? কিন্তু সে যা-ই হোক, আপনার যে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তা ছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরায় স্থান দিতে পেরেছি তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

বহিপীর - সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়-তো এখনো পাইলাম না।

হাতেম আলি - আমার নাম হাতেম আলি। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলি। একটু অস্থির প্রকৃতির, খোদা চাহে-তো মতিগতি ভালোই। সে যা-হোক। কদিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না, ভাবলাম, শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না! যাক্, এসেছে ভালোই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটি সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হল?

বহিপীর - আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয়, তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের

ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

হাতেম আলি - আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীরসাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কি এই শহরেই আসছিলেন?

বহিপীর - (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈকি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে যাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। খাওয়া-দাওয়ার পরই হকিকুল্লাহ্ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিক করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয় ইহাতে কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছোটাছুটি করিতে পারি। বয়স-তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা দলেবলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধনসম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায় ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাইয়াছি কখনো পাই নাই, সবই খোদার ইচ্ছা। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।

হাতেম আলি - হয়তো খোদা তা চান না।

বহিপীর - হয়তো।

খোদেজা - (পাশের ঘর থেকে) হাশেম! (এক ডাকেই হাশেম উঠে সেই কামরায় যায়)।

[এখন সে, কামরারই কথাবার্তার আওয়াজ দর্শকের কাছে পৌঁছাবে; বহিপীর ও হাতেম আলি হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে থাকবে বটে, কিন্তু সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

খোদেজা - মেয়েটি দ্যাখ কেমন করছে। তুই যখন পাশের কামরায় যাচ্ছিলি, তখন খোলা দরজা দিয়ে পীরসাহেবকে সে দেখেছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, তিনিই সেই পীর।

তাহেরা - (তরকারি কোটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে) তিনি কে?

হাশেম - তাঁর নাম বহিপীর, তিনি এদিককার লোক নন; উত্তরে সুনামগঞ্জে তাঁর বাড়ি।

তাহেরা - (সভয়ে আপন মনে) ইনিই তিনি, বহিপীর। যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। বাপজান আর সৎমা যাঁর মুরিদ আর যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। (থেমে) তিনি আমার খোঁজে বেরিয়েছেন।

[হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে পানি দেখে।]

হাশেম - আম্মা! উনি কী করছেন ওখানে?

তাহেরা - (এদের দিকে ঘুরে বিস্ফারিত চোখে) খবরদার! আমার কাছে কেউ আসবেন না, এলেই আমি পানিতে ঝাঁপ দেব। আমি সাঁতার জানি না, পানিতে ডুবে মরব।

খোদেজা - (চিৎকার করে) অরে, এই মেয়েটা পাগলি দেখছি! কী বলে সে।

হাশেম - আম্মা চিৎকার করবেন না, পাশের ঘরে পীরসাহেব শুনবেন। তিনি এখনো জানেন না যে তাঁর বিবি এখানেই আছেন।

তাহেরা - (ব্যঙ্গ করে) তাঁর বিবি। বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।

হাশেম - দেখুন, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কথা পীরসাহেব জানেন না, জানবেনও না আর খেয়েদেয়ে দুপুরেই তিনি চলে যাবেন।

তাহেরা - (হঠাৎ নেবে বসে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। মনে হবে অনেকক্ষণ কাঁদবে কিন্তু শীঘ্রই চোখ মুছে শান্ত গলায়) আমাকে যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর এইটুকুও আমার জন্য করুন, তাঁকে আমার কথা বলবেন না।

হাশেম - না না। কেউ বলবে না।

খোদেজা - হাশেম, সে কেমন কথা। পীরসাহেবকে না বলে কী করে পারি? তার সঙ্গে না গেলে কোথায় যাবে মেয়েটা, কে দেখবে তাকে?

হাশেম - আম্মা। এখন তো একটু চুপ করুন।

তাহেরা - আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ডেমরা ঘাট থেকে তুলে নিয়ে বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। দয়া করে আরেকটু করুন। কারণ, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।

হাশেম - (হঠাৎ জোর দিয়ে) দেখুন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, পীরসাহেবের সঙ্গে আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।

খোদেজা - তুই আবার এর মধ্যে অত লম্বা-চওড়া কথা বলিস কেন? তোর বাপ ফিরে আসুন, তিনি বুঝে-শুনে যা-ই করতে বলবেন তা-ই করা হবে। (পাশের ঘর থেকে পীরসাহেব ডাকেন, হাশেম মিঞা) ঐ যে পীরসাহেব তোকে ডাকছেন। গিয়ে দ্যাখ, তাঁর কী চাই। তা ছাড়া এ ঘরে তোর অত ঘুরঘুর করার কী প্রয়োজন? মেয়েটারও যেন একটু লজ্জা-শরম নাই। থাকলে কী এমন করে পালাতে পারে?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

উপযুক্ততা– যোগ্যতা। **কথোপকথন–** বাক্যালাপ; আলোচনা। **খেদমত–** সেবাযত্ন; পরিচর্যা। **পীর–** মুসলিম দীক্ষাগুরু। **ফুসরত–** অবসর; অবকাশ। **বহিপীর–** বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে খেতাব প্রাপ্ত। **বিস্ফারিত–** বিস্তারিত, প্রসারিত। **বজরা–** কাঠের কামরা ও ছাদযুক্ত বৃহৎ নৌকা বিশেষ। **ভাটিয়ালি–** লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। **মুরিদ–** পীরের শিষ্য। **যৎকিঞ্চিৎ–** সামান্য। **সওয়াল–** প্রশ্ন করা; জেরা। **সমবেত–** একত্রিত; যৌথ।

সারসংক্ষেপ :

এই পাঠটিতে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজে বিরাজিত কুসংস্কারের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলি দুই কামরা বিশিষ্ট বজরা নিয়ে শহর থেকে ফেরার পথে ঝড়ে একটি আধডোবা নৌকা থেকে সুনামগঞ্জের বহিপীর ও তার সাগরেদ হকিকুল্লাহকে আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে সকলে তাকে বহিপীর বলে ডাকে। এদিকে ডেমরার ঘাট থেকে জমিদার-পত্নী খোদেজা ও তার পুত্র হাশেম তাহেরা নামের মাতৃহীনা এক বালিকাকে বজরায় আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেন। তাহেরার পিতা ও সৎমা বহিপীরের মুরিদ হওয়ায় তার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বহিপীরের সাথে তাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু তাহেরা বিয়ের পর অল্পবয়সী এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে গৃহত্যাগ করে বিড়ম্বনার শিকার হয়। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে খোদেজা বজরায় তোলে এবং তার পলায়নের উদ্দেশ্য জানতে চায়। কারণ শুনে তিনি তাহেরাকে পীর-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। অন্যদিকে জমিদার ও বহিপীর দুজনেই তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য একে-অন্যের কাছ থেকে গোপন করেন। ঘটনাক্রমে তাহেরা ও বহিপীর যখন বুঝতে পারেন যে একই বজরায় তারা দুজন অবস্থান করছেন, তখন তাহেরা নদীতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। আর হাশেমও নিজের মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে তাহেরাকে পীরের কাছ থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'কী ঝড়ই হল শেষ রাতে!' –উক্তিটি কে করেছে?

ক. হাশেম আলি　　খ. হাতেম আলি

গ. বহিপীর　　ঘ. হকিকুল্লা

৬. 'আমি কি বকরী-ঈদের গরু-ছাগল না কি?' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. আনন্দ　　খ. ঘৃণা　　গ. অভিমান　　ঘ. প্রতিবাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পারলৌকিক মুক্তির আশায় তথাকথিত পীর নামক বয়স্ক পরগাছা শ্রেণির লোকের হাতে আপন কন্যাকে তুলে দেয়। এই মেয়েরা কেউ বিয়েতে মত না দিলেও আজীবন পীরের সংসার করে। কেউবা পালিয়ে বাঁচে।

৭. উদ্দীপকের কন্যার সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কার মিল পাওয়া যায়?

ক. তাহেরা　　খ. খোদেজা

গ. যাহেরা　　ঘ. মোমেনা

৮. উদ্দীপক ও তাহেরার পিতার বিয়ের সিদ্ধান্তে যে বিষয়টি কাজ করেছে–

i. দরিদ্রতা　　ii. সংস্কারাচ্ছন্নতা　　iii. জমিদারের নির্দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii　　গ. iii　　ঘ. ii ও iii

পাঠ–৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাতেম আলির জমিদারির বেহাল অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বহিপীর ও তাহেরার বিবাহের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- খোদেজা (মা) ও হাশেম আলির (ছেলে) কথোপকথনের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

বহিপীর - হাশেম বাবা–। ও হাশেম মিঞা!

হাশেম - (গলা উঁচিয়ে) এই যে আসছি পীরসাহেব। (তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, ছেলে হয়েও আপনার সঙ্গে কোনো দিন এত কথা বলি নাই বা মুখের ওপর জবাব দিই নাই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে বলতেই হচ্ছে। আম্মা, শোনেন আমার কথা। পথ থেকে একটা বিপন্ন মেয়েকে তুলে নিয়েছেন। ভুল করে হোক আর যা-ই করে হোক, তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন-সেটা একটি মেয়ের পক্ষে সোজা কথা নয়। আপনি বুঝতেই পারেন তাঁর মনের অবস্থা আপনার আমার মতো নয়। হলে কি তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের হাতে নিজের জান দেওয়ার কথা বলতেন? তা ছাড়া, ডেমরার ঘাটে তাঁকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে আপনার মনে যখন মমতা জেগেছিল, তাঁকে না চিনে, না জেনেও যখন নিজের বজরায় তুলে নিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতি আপনার কি একটু দায়িত্বও নেই? আম্মা, তাঁকে এখন আর কোনো কথা বলবেন না; একটু সবুর করে থাকুন। উনি যদি সত্যি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি কি একা তাঁকে ঠেকাতে পারবেন?

খোদেজা - (বিস্ময়ে) তুই কী চাস? পীরসাহেবের বিবিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

হাশেম - আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে যাই, পীরসাহেব বারবার ডাকছেন।

[দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খোদেজা কয়েক মুহূর্ত নত মুখে বসে থাকা তাহেরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার রান্নায় হাত দেন।]

বহিপীর - এমন জোয়ান-মর্দ ছেলে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?

হাশেম - রান্নাবান্না হচ্ছে, একটু সাহায্য করছিলাম। কেন ডাকছিলেন?

বহিপীর - বিশেষ কিছু না। ভাবিতেছিলাম, আপনার হইল কী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন না তো?

হাশেম - কী করে নিরুদ্দেশ হই? পানিতে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে ওই কামরা থেকে তো আর পালানো যায় না।

বহিপীর - উত্তম কথা, উত্তম কথা!

হাশেম - উত্তম কথা, কেন বলছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - না না উহা একটি কথার কথা, কিন্তু যে জন্য ডাকিয়াছিলাম। আরে, তাই তো কী জন্য ডাকিলাম তাহা আর মনে পড়িতেছে না। বোধ হয়, একাকী বসিয়া বসিয়া ভালো লাগিতেছিল না। সর্বদা ওয়াজ-নছিহত করিবার অভ্যাস, কাহারও সঙ্গে কথা না কহিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। তা ছাড়া একাকী চুপচাপ বসিয়া থাকিলে মনে অশান্তি হয়। সে কথা যাক। আপনার আব্বা ফিরিতে এত দেরি করিতেছেন কেন?

হাশেম - (পাড়ের দিকে তাকিয়ে) এই যে তিনি ফিরেছেন।

[হাতেম আলি অতি ধীর পায়ে প্রবেশ করেন, তাঁর মুখ চিন্তাভাবাচ্ছন্ন। তাঁকে আরও দুর্বল দেখায়, লাঠি হাতেই তিনি তফাতে বেঞ্চির ওপর বসে নীরব হয়ে থাকেন।]

হাশেম - আব্বা! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

বহিপীর - (হাতেম আলি কোনো উত্তর না দেয়ায়) খোদা না করুন, কোনো দুঃসংবাদ নাইতো জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - (মুখ তুলে চেয়ে) দুঃসংবাদ? না, দুঃসংবাদ আর কী? তবে অসুস্থ শরীরে চলাফেরা করায়ও একটু হয়রান বোধ করছি। হাশেম, আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও।

[হাশেম ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে নিজেই কলসি থেকে পানি ঢালে।]

খোদেজা - পানি কার জন্য, হাশেম?

হাশেম - আব্বার জন্য, তাকে অত্যন্ত হয়রান দেখাচ্ছে।

খোদেজা - কেন হয়রান দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তাঁর? ডাক্তার কী বলল হাশেম?

হাশেম - (দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) এখনো জানি না।

হাতেম আলি - (পানি পান করে) হাশেম, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি পাশের ঘরে যাও।

হাশেম - (অধীর হয়ে) কী এমন কথা আপনি পীরসাহেবকে বলবেন আমি শুনতে পারি না?

হাতেম আলি - হাশেম।

বহিপীর - যাও বাবা, বাপের মুখের ওপর কথা কহিও না।

[হাশেম গ্লাস তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়, গিয়ে সটান বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। খোদেজা উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হাতেম আলি - (মেঝের দিকে চেয়ে) পীরসাহেব, আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

বহিপীর - কী ব্যাপার, খুলিয়া বলেন। আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।

হাতেম আলি - আপনার বহুত মেহেরবানি পীরসাহেব, যে আপনি দুঃখের কথা শুনতে চাবেন, তাতে একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলে মনের চিন্তা হয়তো লাঘব হবে, হয়তো আপনি আমাকে একটু পথও বাতলে দিতে পারবেন। সত্যি আমি কোনো পথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবারের কাছে আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব, জানি না।

বহিপীর - খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন, আজই তাহার আরেকটি প্রমাণ হাতেনাতে পাইয়াছি। আপনি দিল খুলিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলেন।

হাতেম আলি - প্রথমে একটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে মাফ চাই। আমি আপনার কাছে একটা ঝুট কথা বলেছি। বলেছি, আমার শরীর অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছি। সে কথা সত্যি নয়, তবে চিন্তায় কদিনে এত কাহিল হয়ে পড়েছি যে রোগশয্যায় আছি বলেই মনে হয়। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন। কিন্তু পীরসাহেব, অসুখের ভান না করে আমার উপায় ছিল না। ব্যাপারটা গোপন রাখব ভেবেই অসুখের ভান করেছিলাম। মুখে দুশ্চিন্তার যে ছায়া পড়েছিল সে দুশ্চিন্তার যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর ছিল না। ওরা যখন সঙ্গে আসতে চাইল অসুখের কথা শুনে, তখন জোর করে না-ও করতে পারলাম না। একবার ঝুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়; একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়েছে, আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া যায় না।

বহিপীর - খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়। ভালোমন্দ খোদারই হাতে। বলেন জমিদার সাহেব, বলেন কী ব্যাপার।

হাতেম আলি - আপনাকে বলেছি রেশমপুরে আমার কিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। একসময়ে এই জমিদারের নাম ডাক ছিল, তার আয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই সুদিন আমার জমানার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যে জমিদারিটা এলো তা কেবল ঢাকের ঢোল বাজালে আওয়াজ হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। তবু তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয়ে উঠত তাই দিয়ে কোনো প্রকারে মানমর্যাদা রেখে ভরণপোষণ চলত। কিন্তু সে জমিদারিও সান্ধ্য আইনে পড়ে নিলামে উঠতে বসেছে। কালই নিলামে উঠবে।

বহিপীর - সবই খোদার ইচ্ছা, খোদাই দুনিয়ার মালিক।

হাতেম আলি - আমার আশা ছিল, আমি কোনো প্রকারে যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব, শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে চড়াটা বন্ধ করতে পারব। সে আশা নিয়েই আমি শহরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন আমাকে সাহায্য করবেন, সেখানে আমাকে নিরাশ হতে হল। আনোয়ারউদ্দিন বলে দিলে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। পীরসাহেব, জমিদারি আর বাঁচানো যাবে না, এবার সে জমিদারি যাবেই! আমি দেউলে হব, আমার পরিবার দেউলে হবে; আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে। (থেমে) আর কথাটা লুকিয়ে রাখি কী করে? এবার আমি কীই বা করি! (থেমে) আমার ছেলেটি কত আশা করেছিল যে তাকে ছাপাখানা কেনার টাকা দেব, এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে।

বহিপীর - আহা জমিদার সাহেব, এত বেচইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কল রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হাতেম আলি - (হঠাৎ রেগে) পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা। আমি কী অন্যায় করেছি, আমার বিবি সাহেব ও আমার ছেলেই বা কি অন্যায় করেছে?

বহিপীর - জমিদার সাহেব। দুঃখে সংবিৎ হারাইবেন না।

হাতেম আলি - (নাক ঝেড়ে ক্রন্দন সম্বরণ করে) না না মানসম্মান সম্পত্তি সবই যখন গেল তখন কী আর মাথা হারালে চলে? ভাববার বুঝবার শক্তিও যদি যায়, তবে থাকবে কী, কিন্তু আমার মনে শক্তি কোথায়? পীরসাহেব, এবার আমি কী করব?

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন জমিদার সাহেব। এই মুহূর্তে ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কিন্ত আপনাকেও আমার একটি জরুরি কথা বলার আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার এই নিদারুণ বিপদের সময়ই আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। যদি পারেন, একটু মনোযোগ দিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন।

হাতেম আলি - (নিস্তেজ গলায়) বলুন!

বহিপীর - শীঘ্রই শেষ করিব, দেরি হইবে না বলিতে। গোড়া হইতে বলি। আপনি যেমন আমার নিকট হইতে একটি কথা লুকাইয়াছেন, তেমনি আমি একটি কথা আপনার নিকট হইতে লুকাইয়াছি। আমার এই যাত্রার আসল উদ্দেশ্য আপনাকে বলি নাই, আমার উদ্দেশ্য এখন হাসিল হইয়াছে, তাই বলিতে তো বাধা নাই। উপরন্তু আপনি ব্যাপারটার সহিত জড়িত আছেন বলিয়া আমাকে বলিতেই হইবে। না হইলে আপনার এই দুঃখের সময় কথাটা পাড়িতাম না।

হাতেম আলি - আমি জড়িত? কীভাবে পীরসাহেব?

বহিপীর - অতি আশ্চর্য; কিন্তু উহা সত্য ব্যাপারটা হইতেছে এই; গত জুম্মা রাতে তাহেরা বিবি নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়। তিনি আমার এক পেয়ারা মুরিদের কন্যা। অত্যন্ত হাউস করিয়া তিনি আমার সহিত তাঁহার কন্যার শাদি দিয়াছিলেন। তিনিই কথা পাড়িয়াছিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, নেক পরহেজগার মানুষ: বিষয়-আশয় তেমন না থাকিলেও বংশ খান্দানি। আমারও বয়স হইয়াছে, দেখভাল করিবার জন্য আর খেদমতের জন্য একটি আপন লোকের প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বার শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এক হকিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাতেই এ অত্যাশ্চর্য ইসানে গায়ের-মামুলি কাণ্ড ঘটিল। আমার বিবি যাঁহাকে তখনো আমি দেখি নাই- একটি নাবালেগ চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়িতে হুলস্থূল পড়িল। আমার মুরিদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে তাঁহার ইহাতে কোনো কসুর নাই, তাঁহার কন্যার ব্যবহারের জন্য তাহাকে দোষারোপ করা যায় না, অবশ্য তাহার যে দোষ নাই সে কথা বলাও সঠিক হইবে না। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার উপরেই। সে শিক্ষাদীক্ষার গাফিলতি হইলে দোষটা পিতামাতার ঘাড়েই পড়ে। সে কথা যাক। আমার মুরিদ অধীর হইয়া পুলিশে পর্যন্ত খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মত দিলাম না। পুলিশ নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; উহা কে-ই বা চায়। আমি বলিলাম, আমিই খুঁজিতে বাহির হইব। সেই রাতেই হকিকুল্লাহ্কে সঙ্গে করিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক পথই ধরিয়াছিলাম এবং এতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতেও পারিতাম যদি কদমতলা না গিয়া ডেমরা যাইতাম, কিন্তু কী বলিব, ভুলটা খোদাই শোধরাইয়া দিলেন আপনার বজরার সঙ্গে আমার নৌকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া। কারণ, ডেমরার ঘাট হইতে আপনি আমার বিবিকে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন তিনি পাশের কামরাতেই অবস্থান করিতেছেন।

হাতেম আলি - পাশের ঘরে? আহ্! আমার মাথাটার কী হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়ে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কাল ডেমরার ঘাটে আমার বিবি একটি মেয়েকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আপনার বিবি?

বহিপীর - সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি জানেন তিনি কে, কোথায় বাড়ি কী তাঁর নাম?

হাতেম আলি - জি না। মনের চিন্তায় ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হয়নি।

বহিপীর - হুঁ। না, আমার মনে কোনোই সন্দেহ নাই যে যাঁহাকে আপনারা কাল ডেমরার ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়াছেন তিনিই আমার পলাতকা বিবি। কিন্তু তবু সাবধানের মার নাই। কথাটা একটু গওর করিয়া দেখুন। শুনিতেছেন তো জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (একটু ঘুরে বসে বহিপীরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে) মনে শান্তি নাই পীরসাহেব, কিন্তু শুনছি আপনার কথা।

বহিপীর - যাহা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কখনো দেখি নাই। আপনারাও তাঁহাকে চেনেন না। তিনি ঘর ছাড়িয়া আমার ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই আমি বলা মাত্র তিনি যে সুড়সুড় করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবা অনুচিত হইবে। সুযোগ পাইলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবার ফন্দি-ফিকির নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। অতএব, তিনি যদি আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন তাহা হইলে প্রমাণাদি ব্যতীত তাহাকে আমার বিবি বলিয়া দাবি করা মুশকিল হইতে পারে। আপনার এখানে তিনি একাই আছেন, তাহার চাচাতো ভাইটি নাই। সে থাকিলে কোনো চিন্তা ছিল না। সেই নিশানাটি হারাইয়াই তো মুশকিল হইয়াছে। তবে একটা ভরসা। বলিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে জানিয়াও স্ত্রীলোক কখনো পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আপনাদের সঙ্গে আমার যখন কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন হয়তো বা তিনি আপনার স্ত্রীর নিকট নিজের আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সন্দেহ না জানাইয়া সে কথাটা প্রথমে যাচাই করিয়া লইতে চাই। আপনার ছেলে সে ঘরেই বড় বেশি ঘুরঘুর করিতেছে। সেও জানিয়া থাকিতে পারে। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? জমিদার সাহেব! অত বেহুঁশ হইয়া পড়িলে কি হইবে?

হাতেম আলি - (জেগে উঠে) না না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছি কোথায়। বলুন পীরসাহেব।

বহিপীর - (সুর বদলে) ধৈর্যহারা হইবেন না জমিদার সাহেব। দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু দেখিতেছেন না এই বজরাতে ভাগ্যের কেমন অত্যাশ্চর্য লীলাখেলা চলিতেছে? ইহা সবই খোদার ইঙ্গিতে হইতেছে। আপনি বুকে সাহস ধরুন; আপনার সমস্যারও সমাধান হইবে! জমিদার সাহেব, আপনার ছেলেকে একটু ডাকিবেন?

হাতেম আলি - জি। হাশেম! (পাশের কামরা থেকে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে হাশেম এ কামরায় এসে হাজির হয়) হাশেম। পীরসাহেব তোমাকে ডেকেছেন।

বহিপীর - বাবা হাশেম, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কাল ডেমরার ঘাটে একটি বিবাহিতা তরুণীকে বিপন্না অবস্থায় দেখিয়া তোমাদের বজরায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছ। তাঁহার পরিচয় কি তিনি তোমাদের বলিয়াছেন।

হাশেম - (ইতস্তত করে) বোধ হয় বলেছেন। আমি ঠিক জানি না।

বহিপীর - তাঁহার পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ভিতরে যান, আর কথায় কথায় তাঁহার পরিচয় জানিয়া লউন। আমি যে জানিতে চাই তাহা অবশ্য বলিবেন না।

হাশেম - জি আচ্ছা। (হাশেম ভেতরে যায়, গিয়ে দরজা ধরে চুপচাপ ভাবিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।)

খোদেজা - হাশেম, কী হয়েছে তোর আব্বার?

হাশেম - কিছু বুঝতে পারছি না। আব্বা পীরসাহেবের সঙ্গে কী আলাপ করলেন তাও জানি না। কিন্তু এখন তিনি ওঁর (ইঙ্গিতে তাহেরাকে দেখিয়ে) পরিচয় জানতে চান। তার অর্থ হল এই যে, তাঁর কথা তিনি সঠিকভাবে পুরোপুরি জানেন না। (ভেবে) ব্যাপারটা বুঝেছি। (হঠাৎ মাথার কাছে উবু হয়ে বসে) আম্মা! পীরসাহেব তাঁকে কখনো দেখেননি। তিনিই যে তাঁর বিবি সে কথাও ঠিক জানেন না। একটি মেয়েকে ডেমরার ঘাট হতে তুলে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে কথাই শুধু জানতে পেরেছেন। যদি আমরা তাঁকে তাঁর সঠিক পরিচয় না বলি, তবে তিনি জানতেই পারবেন না যে তিনিই তাঁর বিবি। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পীরসাহেবকে তাঁর পরিচয় বলি না।

খোদেজা - হাশেম। এ কী করে সম্ভব! তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি? এই মেয়েটা তোর মাথা খেলো নাকি?

হাশেম - (উঠে দাঁড়িয়ে) মাথা খাবে কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি না? আপনি এই কথা বুঝতে পারছেন না যে আমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করি তবে তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে

পারে। আম্মা, আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি যে তিনি আমাদের তাঁর আত্মপরিচয় দেননি। আমরা জানি না কোথায় তাঁর বাড়ি, কী তাঁর নাম।

খোদেজা - হাশেম। তোর হয়েছে কী? কী চাস তুই?

হাশেম - (দ্রুত মাথা নেড়ে) না, আমি কিছুই চাই না। শুধু তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।

খোদেজা - যার সঙ্গে পীরসাহেবের ন্যায্যমতো বিয়ে হয়েছে তাকে তুই বাঁচাবার কে?

হাশেম - আম্মা! আমি তাঁকে বাঁচাবই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাব। আম্মা শুনছেন।

খোদেজা - তুই কি সত্যিই এই চাস যে পীরসাহেবের বদ্‌দোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিই? পীরের দোয়ার জন্য মানুষ কি-না করে আর তুই একটি অচেনা-অজানা মেয়ের জন্য সজ্ঞানে মাথায় বদ্‌দোয়া ডেকে নিবি? না, আমিই বলব। তুই যদি না বলিস তবে আমিই নিজেই বলব। (ক্ষিপ্রভঙ্গিতে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) পীরসাহেব, আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।

হাশেম - আম্মা।

বহিপীর - শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ!

[তাহেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাশেম বিস্ময়াভিভূত। শুধু জমিদার সাহেব নিস্তেজভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।]

[পর্দা নামবে]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্তঃসারশূন্য– সারবস্তু নেই এমন। **জমিদার–** ভূস্বামী; জমির মালিক। **তোয়াক্কা–** পরোয়া; প্রত্যাশা। **নিরুদ্দেশ–** উদ্দেশ্যহীন; অজ্ঞাত। **বিপন্ন–** বিপদগ্রস্ত; বিপর্যয়। **বিস্ময়াভিভূত–** বিস্ময়ে বিহ্বল। **সম্বরণ–** নিবারণ; দমন। **সমীচীন–** সঙ্গত; উচিত; যথার্থ। **ক্ষিপ্রগতি–** দ্রুতগামী; বেগবান।

সারসংক্ষেপ :

জমিদার হাতেম আলি নিজের চিকিৎসার জন্য আসেননি, তিনি মূলত তার জমিদারির নিলাম ঠেকাতে শহরে এসেছেন। কিন্তু তিনি তা এতদিন গোপন রেখেছিলেন। শহরে এসে কোনোভাবে টাকা জোগাড় করতে না পারায় সান্ধ্য আইনে জমিদারির নিলাম নিশ্চিত হয়ে যায়। এমতবস্থায় হাতেম আলি জমিদারি হারানোর আশঙ্কায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। হাতেম আলি পুরো বিষয়টি পীরসাহেবকে জানান। একইভাবে পীরসাহেবও তাঁর আগমনের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে পীরসাহেব তাহেরার সঙ্গে তার বিয়ের ঘটনা ও পালানোর বিষয়টি জমিদারকে জানান। পীর সাহেব অনুমান করছেন পাশের ঘরে অবস্থান করা তাহেরাই তাঁর স্ত্রী এবং এ-বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাশেমকে ডেকে তাহেরার পরিচয় জানানোর জন্য বলেন। হাশেম তার মা খোদেজাকে তাহেরার প্রকৃত পরিচয় পীরসাহেবকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করে এবং প্রয়োজনে বিয়ে করে হলেও তাহেরাকে বাঁচানোর কথা বলে। কিন্তু খোদেজা একথা শুনে দরজার কাছে গিয়ে পীরসাহেবকে বলেন– "আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।" পীরসাহেব তা শুনে বলেন– "শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. পড়াশোনা শেষ করে হাশেম আলি কী করতে চায়?

ক. স্কুল করতে চায় খ. এনজিও প্রতিষ্ঠা করতে চায়

গ. ছাপাখানা দিতে চায় ঘ. তাহেরাকে বিয়ে করতে চায়

১০. হাতেম আলির আশা ছিল বাল্যবন্ধু আনোয়ার তাকে–

i. জমিদারী কিনে দেবে ii. সাহায্য করবে iii. বজরাটি কিনে নিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ষাট বছরের কেরামত মওলা রূপালিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেন। বিয়ের রাতেই রূপালি তার পছন্দের ছেলে সনেটকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রূপালির বাবা থানা-পুলিশ করতে চাইলে কেরামত মওলা নিষেধ করেন।

১১. উদ্দীপকের কেরামত মওলা 'বহিপীর ' নাটকে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে খ. বিধবা বিবাহে

গ. কিশোরী বিবাহে ঘ. সম্মতির বিবাহে

১২. উদ্দীপকে কেরামত মওলা ও বহিপীর চরিত্রে যে বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে–

i. মানবিকতায় ii. বাস্তবজ্ঞানে iii. বিচক্ষণতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ–৪

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাতেম আলির মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণ লিখতে পারবেন।
- তাহেরার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তাহেরার প্রতিবাদী চরিত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্বিতীয় অঙ্ক

[স্টেজ পূর্ববৎ, কিন্তু বজরাটা ছাড়া সবকিছু রাতের অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিটেফোঁটা তারা।]

দুই কামরাতেই লণ্ঠন জ্বালানো আছে। বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে হাতেম আলি। চোখের পাতা পড়ে না; দৃষ্টি ভাবনায় নিমজ্জিত। বেঞ্চিতে চাদর গায়ে বসে বহিপীর তসবি টেপেন আর ঘন ঘন ভেতরে দরজার দিকে তাকান। তাঁর পরনে রঙিন আলখাল্লা আর পায়জামা।

পাশের কামরায় হাশেম অস্থিরভাবে পায়চারি করে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোনাজাত করে নামাজ শেষ করে খোদেজা পান বানাতে বসেন। ওধারে বেঞ্চিতে পিঠ খাড়া করে বসে তাহেরা; তার নড়ন-চড়ন নেই আর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

বাইরে আবছায়ার মধ্যে বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা খায়। একটু দূরে চাকরটি আর মাঝি দুজন আধ-শোয়া অবস্থায় গাল-গল্প করে।]

হাতেম আলি - সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। ভেবেছিলাম, সাহায্য করতে পারবে না বলে থাকলেও চিরদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে শেষে কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে বাল্যবন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু সে এলো না। (থেমে) আর একটা রাত। এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষ রাত। তাদের এখনো বলতে পারিনি! এখনো কি মনে আশা আছে? আর কিসের আশা?

বহিপীর - (কিছুটা বিরক্তভাবে) খোদার কথা খেয়াল করুন জমিদার সাহেব। বিলাপ করিয়া কী হইবে?

হাতেম আলি - তাই। বিলাপ করে কী আর হবে। তাতে রাতের গায়ে তো আর আঁচড় পড়বে না, অন্যান্য রাতের মতো এই রাতও একসময়ে শেষ হয়ে যাবে। যাক যাক, শেষ হয়ে যাক।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) হাশেম বাবা ফিরে না কেন?

হাতেম আলি - (হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামান্য রুক্ষতার সঙ্গে) পীরসাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না? একবার সর্বস্বান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বস্বান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবি আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।

বহিপীর - দেখুন, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। যার তকদিরে যত রিজিক ধার্য করা আছে, সে তাহার বেশি ভোগ করিতে পারে না। সে রিজিক ধীরে ধীরে ভোগ করিলে ভোগের সময় দীর্ঘ হইবে; দ্রুত খাইয়া ফেলিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু খোদা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেন। যাহাকে একেবারে নিঃস্ব মনে হয় তাহারও কিছু না কিছু থাকে। আর কিছু না থাকিলেও রূহানিয়াৎ তো থাকিতে পারে। না, কেউ কখনো একেবারে নিঃস্ব হয় না।

হাতেম আলি - (যেন বোঝে) ঠিক কথা বলেছেন পীরসাহেব, কেউ একেবারে নিঃস্ব হয় না। কেবল সব সময়ে বুঝে ওঠে না। বুঝি, তবু যেন বুঝি না।

বহিপীর - সে কথা না বুঝিলেও আমার সমস্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া একটি কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু আমার কথাটাও একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনার মনে হইতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের স্ত্রীর প্রতিও সেই সমান দায়িত্ব। কাজেই, আমার বিবির সহিত চোখাচোখি পর্যন্ত না ঘটিয়া থাকিলেও শাদি মোবারক যখন একবার সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। দশ বছরের বিবিও হঠাৎ ভুলবশত কোনো তরিকাবিহীন কাজ করিয়া বসিলে আমার যেমন কর্তব্য হইত তাঁহাকে বিপথ হইতে সপথে আনা, এই বিবির প্রতিও আমার সেই সমান কর্তব্য। (থেমে গলা নিচু করে) জমিদার সাহেব আবার বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছেন : তাঁহার কর্ণকুহরে কিছু প্রবেশ করিতেছে না। বৃথা বকা। কিন্তু হাশেম বাবা ফিরে না কেন। ঐ কামরায় একবার ঢুকিলে সে যেন জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে, অত আকর্ষণ কিসের? (গলা উঁচিয়ে) হাশেম মিঞা।

হাশেম - পীরসাহেব আবার ডাকছেন। সারা দুপুর আর সারা বিকাল ধরে এ-কামরা সে-কামরা করছি, আর ভালো লাগে না। কত মতলবই না তিনি ঠাওরালেন, কত কথাই না বললেন। আর আমি যেন বার্তাবাহক। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাল্টা শর্তের কথা নিয়ে দুই জোরদার শত্রু-শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করছি। কিন্তু বার্তাবাহককে যে দলহীন হতে হয়। কোনো দলের প্রতি একটু টান থাকলে আর ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল না হলে তার পক্ষে নির্বিকার থাকা মুশকিল। আমার সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

তাহেরা - (সামান্য অভিমানের সুরে) আপনার এ গোলমাল ভালো না লাগলে আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমিই পীরসাহেবকে বলব।

হাশেম - না না; আমি কি আর সে ধরনের ভালো না লাগার কথা বলেছি। তবে মনে হয়, পীরসাহেবের মতো অত ধৈর্য আমার নাই। যখন আম্মা দরজা খুলে আপনার কথাটা পীরসাহেবকে বলে দিলেন, তখন ভাবলাম, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু পীরসাহেব সাবধানী লোক। সজোরে শোকর আদায় জানিয়ে সংযত

হয়েই থাকলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর একটু বিশ্রামও করলেন। এমন একটা ভাব যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবই ঠিকঠাক আছে, তিনি কেবল সস্ত্রীক কুটুম্ব বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আসলে বেড়ালের ভাব, ইঁদুরকে থাবার নিচে পেয়ে বিড়ালের যে ভাব হয়, সেই ভাব।

খোদেজা - হাশেম।

হাশেম - (কান না দিয়ে) তারপর ধীরেসুস্থে প্রস্তাবনা শুরু হল এ-কথা সে-কথা, পীরসাহেব তাঁকে ঝেড়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাঁর বিবির কাঁধে যে শয়তান চড়েছে সে শয়তানকে ঝেড়ে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু সব কথাতেই তাঁর বিবি কেবল না করেন। পীরসাহেব সব শোনেন আর মাথা নাড়েন। কিন্তু দেখে মনে হয় তাঁর চোখটা যেন হিংস্র জন্তুর মতো দপ করে জ্বলে ওঠে।

খোদেজা - (রেগে) হাশেম এখানে বসে এত বেতমিজি কথা শুনতে পারি না। পীরসাহেবকে নিয়ে এসব কী কথা বলিস। দিলে কী একটু ভয়-ডর নাই?

হাশেম - আছে আম্মা, ভয়-ডর আছে! না হলে কি একটি মেয়ে এমন করে পালায়? আর আমিই কি কেবল বার্তাবাহকের মতো এ-কামরা সে-কামরার মধ্যে ঘুরঘুর করি?

খোদেজা - তোর এত ঘুরঘুর করার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তাহেরা যা বলছে তাই পীরসাহেবকে গিয়ে বল। শুনে তাঁর যা খুশি তা-ই তিনি করবেন।

হাশেম - (বিরক্ত হয়ে) বলব আম্মা, বলব। তবে সুখবর যখন নয়, অত লাফিয়ে গিয়ে বলবারই কী প্রয়োজন? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে দেখতে পারছেন না? প্রথমে আদর-আবদার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় এখন উঠেছে পুলিশের কথা। তিনি সঙ্গে না গেলে পীরসাহেব পুলিশে খবর দেবেন, তাঁর বাপজানকে খবর দেবেন। কিন্তু তাতেও তাঁর বিবি ভয় পাচ্ছেন না। বলছেন, জুলুম করে কোনো ফল হবে না। জুলুম করলে তিনি সত্যি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

খোদেজা - (রেগে আপন মনে) ঐ এক কথা, আত্মহত্যা করব। মেয়েটার ঘাড়েই শুধু শয়তান বসে নাই, তার ভিতরেও শয়তান। আর সে শয়তান তোর ঘাড়েও যেন চেপেছে।

হাশেম - কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে। এই বুড়ো বয়সে একজন মেয়ের পেছনে ছোটার নেশা কি এমনিতেই হয়?

খোদেজা - আম্মা, একটা কথা বুঝে দেখবেন। পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে, সে বিয়ে কেবল নামেই বিয়ে। তিনি হ্যাঁ বলেন নাই। কোনোভাবে মতও দেন নাই।

খোদেজা - তোর বাপের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমিই কি আর হ্যাঁ বলেছিলাম? বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মকদ্দমা নাকি?

হাশেম - আইন-মকদ্দমা নয় বলেই তো এত কথা উঠেছে। আপনি হ্যাঁ বলেননি লজ্জায়, আর উনি হ্যাঁ বলেননি মত ছিল না বলে। মত না থাকলে কোনো বিয়ে জায়েজ হতে পারে না, এ বিয়েও জায়েজ হয়নি। যদি জায়েজ হতো, যদি তিনি পীরসাহেবের ঘর-সংসার করে পালিয়ে যেতেন তাহলে পীরসাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হতো। সে কথা যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি একটু দয়া-মায়াও কি হয় না আপনার। কাল যাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিলেন, যে আজ সারা দিন আপনার সাথে থেকে রান্নাবান্নার কাজ করলো, যাঁর চুলও বেঁধে দিলেন মগরেবের আগে, তাঁর ওপর একটু মমতাও হয়না?

খোদেজা - (হঠাৎ ভিন্ন গলায়) মমতা হলেই বা কী করব? মমতা তো হয়ই। আমার মেয়ে নেই। ও যে সারা দিন আমার পাশে বসে টুকটাক কাজ করল তা বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা কী করতে পারি? পীরসাহেব যদি না আসতেন, তবে অন্য কথা ছিল। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, তাঁর বিবি এখানে আছে। তার ওপর তিনি এও চাইছেন যে তাঁর বিবি তাঁর সঙ্গে যেন ফিরে যায়। তোকে বারবার বলেছি, পীর সাহেবেকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বদ্‌দোয়া মাথায় নিতে আমি রাজি

নই। তা ছাড়া আমাদের করারও আর কিছুই নাই। ও যা বলেছে পীরসাহেবকে গিয়ে বল। তিনি পুলিশ ডাকুন বা তার বাপকে খবর দিন তা তাঁর মর্জি।

বহিপীর - হাশেম মিঞা। কোথায় গেলেন হাশেম মিঞা (হাশেম আর দ্বিরুক্তি না করে পাশের ঘরে চলে যায়।)

হাশেম - পীরসাহেব, তিনি ঐ একই কথা বলছেন। বলছেন যে পুলিশ ডাকলে বা তাঁর বাপকে খবর দিলে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না।

বহিপীর - হু! (ভাবিত হন। তারপর) দেখুন। মধ্যের দরজাটা একটু খুলিয়া দিন আমিই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। আপনি সে ঘরে গিয়া কী করেন বুঝি না। (হাশেম দরজাটা সামান্য খুলে দেয়। পীরসাহেব একটা মোড়া টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসেন।)

বিবি সাহেব-

তাহেরা - (বাধা দিয়ে উচ্চ স্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর - (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী-সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর বদলিয়ে) দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা - (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।

খোদেজা - খোদা খোদা, কোথায় যাব আমি। পীরসাহেবের মুখের ওপর এসব কী কথা বলে মেয়েটা! শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বহিপীর - আমার কথা শোনেন।

তাহেরা - না না, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

বহিপীর - (হঠাৎ রাগে আত্মহারা হয়ে) হকিকুল্লাহ্! হকিকুল্লাহ্! (হকিকুল্লাহ্ দ্রুতপায়ে ভেতরে আসে।) যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো। বহুত আদর-আবদার হইয়াছে, আর নয়। আমার মান-সম্মান যাক, তবু পুলিশ ডাকিয়া আনো। ঘাটে পুলিশ আছে, যাও হকিকুল্লাহ্ তাদের ডাকিয়া নিয়া আসো।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর, এই ডেকে আনি।

(পরমুহূর্তেই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার শুনে চাকরটা আর দু-জনে উঠে বসে।)

হাশেম - পীরসাহেব। পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে ভুল করলেন, পীরসাহেব।

[পাশের ঘরে তাহেরা হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে গলা বের করে দিতেই খোদেজা লাফিয়ে উঠে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন।]

খোদেজা - হাশেম। এ যে গেল, গেল মেয়েটা, আমি আর তাকে ধরে রাখতে পারছি না।

[হাশেম ধা করে পীরসাহেবকে ডিঙিয়ে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে তাহেরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। পীরসাহেব ত্বরিত গতিতে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ান, চোখ তাঁর বিস্ফারিত। চিৎকার শুনে হকিকুল্লাহ্ও দ্রুতপায়ে পীরসাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ায়।]

বহিপীর - হাশেম বাবা, আপনি তাঁর হাত ছাড়িয়া দিন। আমার বিবির গায়ে হাত দিবেন না।

হাশেম - (রুক্ষ স্বরে) হাত না দিলে তাঁকে বাঁচাত কে? (হাত ছেড়ে দেয়।)

খোদেজা - খোদা খোদা, আমার মাথা ঘুরছে। (হকিকুল্লাহ্‌র দিকে চোখ পড়ায়) ও কে আবার উঁকি মারছে। কী হচ্ছে এই বজরায়? উনি কোথায় গেলেন?

হকিকুল্লাহ্‌ - (কেশে) আমি হকিকুল্লাহ্‌, হুজুরের লোক।

বহিপীর - (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হকিকুল্লাহ্‌। তুমি যাও নাই পুলিশ ডাকিতে? জিব্রাইলের মতো আমার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া এখানে কী করিতেছ? না না এ কী হইল; কেহ কোনো কথা শুনিতেছে না। (সরে গিয়ে হতাশভাবে পীরসাহেব বেঞ্চিতে বসেন।)

হকিকুল্লাহ্‌ - (সরে গিয়ে) ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু আমি একটু ভাবছিলাম হুজুর।

বহিপীর - (বিস্ময়ে) ভাবিতেছিলে? তুমি ভাবিতেছিলে?

হকিকুল্লাহ্‌ - জি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো রাগের মাথায় পুলিশ ডাকার কথা বলেছেন। ডেকে ফেললে পরে না আফসোস করেন।

বহিপীর - না না ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। হকিকুল্লাহ্‌ পর্যন্ত ভাবিতে শুরু করিয়াছে, যাক, ভালোই করিয়াছে, ইহা পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই বা করিতে পারে। হকিকুল্লাহ্‌, একটু হাওয়া করো মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

(হকিকুল্লাহ্‌ পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে।)

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কর্ণকুহর– কানের গর্ত বা ছিদ্র। **জায়েজ–** বৈধ; আইনসম্মত। **ত্বরিত–** বেগ বাড়ানো হয়েছে এমন। **নিবদ্ধ–** আলাপ-আলোচনা; বদ্ধ; বাঁধা হয়েছে এমন। **নিমজ্জিত–** ডুবে গেছে এমন। **পায়চারি–** নিরুদ্দিষ্ট পদচারণা। **বাল্যবন্ধু–** শৈশব থেকে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। **বিলাপ–** ক্রন্দন; শোক প্রকাশ। **মগরব–** সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে যে নামাজ পড়া হয়। **লণ্ঠন–** কাচের আবরণযুক্ত হাতে বহনযোগ্য প্রদীপবিশেষ। **সর্বস্বান্ত–** সর্বহারা। **সঙ্গীন–** শক্ত; ভয়ানক; ভারী।

সারসংক্ষেপ :

এই পাঠের প্রথমেই নাটকের দৃশ্যসজ্জার পরিচয় রয়েছে। বজরায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে আছেন জমিদার হাতেম আলি। তিনি অপেক্ষা করছেন, তার বাল্যবন্ধু আনোয়ার টাকা নিয়ে আসবে। কিন্তু আনোয়ার টাকা নিয়ে এলেন না। হাতেম আলি কথাটি পরিবারের অন্য সদস্যদের নিকট বলতেও পারছেন না। বহিপীর অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। অন্যদিকে বহিপীর তাহেরাকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন তার ঘরে ফিরে যাবার জন্য। এ সময়ে হাশেম নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে বার্তাবাহকের দায়িত্ব পালন করে। তাহেরাকে রাজি করাতে না পেরে বহিপীর পুলিশ ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবস্থা নিজের অনুকূলে নয় বিবেচনা করে তাহেরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নেয়। চকিতে খোদেজা তাকে ধরে ফেলে। পীরের সহায়তাকারী হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে আসে। এভাবে 'বহিপীর' নাটকে নাট্যিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. তাহেরার বিয়েতে কে মত দিয়েছিল?

ক. বাবা　　খ. মা

গ. দাদা　　ঘ. মামা

১৪. হাশেম আলির চরিত্রে রয়েছে–

ক. মানবিকতা　　খ. অস্থিরতা

গ. উগ্রতা　　ঘ. নির্বুদ্ধিতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুবল বাবার রাশভারি ব্যক্তিত্বের কারণে নিজের মতো করে গড়ে উঠতে পারেনি। সে বাবাকে ভয় পায়। ফলে বোন রুনির বিয়ের সময় সে কোনো মত প্রকাশ করেনি। বোনের বিয়ে হয় ষাটোর্ধ্ব বয়সের পুরোহিত ও ধনী অপূর্ব রায়ের সঙ্গে।

১৫. উদ্দীপকের রুনি 'বহিপীর' নাটকে কার প্রতিনিধি?

ক. খোদেজা　　খ. নাসিমা

গ. সনজিদা　　ঘ. তাহেরা

১৬. উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকে প্রকাশিত হয়েছে–

i. সম্পদের লোভ　　ii. নারীকে পণ্য করা　　iii. অন্ধ ধর্মবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাশেমের প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের কথোপকথনের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জমিদারি নিলামে ওঠার কথা জানতে পেরে সকলের মধ্যে কীরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তা বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

হাতেম আলি - (হঠাৎ জেগে উঠে) চারপাশে কী হচ্ছে? কিসের এত চেঁচামেচি?

বহিপীর - (মুখ চিবিয়ে) কী আবার হইবে। একটু হাওয়া খাইতেছি।

তাহেরা - (বাহুতে হাত বোলাতে-বোলাতে) আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।

খোদেজা - ব্যথা দিয়েছে ভালো করেছে। ও না এসে তোমাকে ধরলে কে বাঁচাত তোমাকে? মেয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। শাবাশ মেয়ে।

তাহেরা - আমাকে বাঁচার জন্য আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?

হাশেম - (রেগে) চোখের সামনে মরতে দেখব নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তাহেরা - বুঝেছি। আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না। আপনারা ভেবেছেন সত্যি সত্যি আমি পানিতে ঝাঁপ দিতাম? নিজের জান দেওয়া কি অতই সোজা? আপনাদের বুদ্ধি নাই।

খোদেজা - খোদা খোদা। এবার মেয়েটির মুখে অন্য কথা শুনি। বলে কিনা আমাদের বুদ্ধি নাই।

হাশেম - আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না আম্মা। তিনি এখন আমাদের রাগাতে চান।

তাহেরা - আপনাদের রাগিয়ে আমার লাভ কী, আপনারা ছেড়ে দিলে আমি যাব কোথায়? (সে বাহুতে হাত বোলাল আর একবার তির্যক দৃষ্টিতে হাশেমের দিকে তাকায়।)

খোদেজা - (দুজনের দিকে তাকিয়ে) এসব আবার কী হেঁয়ালি চলছে। হাশেম। তুই এখানে এত ঘুরঘুর করিস না তো। বাপের খোঁজখবর নেওয়া নাই, এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে। দ্যাখ তোর বাপের কী হয়েছে। বজরায় এত হুলস্থূল, তবু তার কোনো সাড়াশব্দ নাই।

হাশেম - আম্মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনেন। পীরসাহেব পাশের ঘরে চুপচাপ বসে। এখন এবাদত করতে বসেননি; তিনি নতুন ফন্দি-কৌশল ভাবতে বসেছেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, কী চাল চাললে তিনি আর ফসকে যাবেন না, সেসব চিন্তা করছেন।

খোদেজা - তোর মুখের কথাও যেন লাগামছাড়া হয়েছে। নিজের বিবিকে কীভাবে বশে আনবেন সে কথা নিয়ে চিন্তা করলে ফন্দি-কৌশল আঁটা হয় বুঝি।

হাশেম - সেটা অন্য কথা! আমি বলতে চাই যে, যতই ফন্দি-কৌশল আঁটেন না কেন, আমি দেখব যাতে তাঁর কোনো ফন্দি-কৌশল না খাটে, কারণ, ওঁর যদি মত থাকে, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করব। কথাটা আপনার সামনেই বললাম।

খোদেজা - বিয়ে, বিয়ে করবি তাকে? এ কী কথা বললি? মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি। খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি, হাশেম। তুই এখান থেকে এক্ষুনি বের হ? এ ঘরে আর আসতে পারবি না। পীরসাহেবকে যা বলবার হয় আমিই বলব। এক পীরসাহেবের বিবি, তাকে নাকি আমার ছেলে বিয়ে করবে। তা ছাড়া কী মেয়ে! যে মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালাতে পারে সে কী করে ভালো মেয়ে? যা যা, এ কামরা থেকে যা হাশেম।

হাশেম - আপনি বলছেন তিনি পীরসাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই। সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।

তাহেরা - আমার তাতে মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বললো?

হাশেম - (হঠাৎ দমে গিয়ে) তাই, তাই। তবে আপনার কাছে সেকথা আমি বলি নাই।

তাহেরা - না বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।

খোদেজা - (বিস্ময়ে) আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।

তাহেরা - সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? ঝোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মত হতে পারে, তিনি ভুল করছেন।

খোদেজা - (আগের মতো বিস্ময়ে) আমাদের মধ্যে আমার ছেলেটাই তোমার জন্য এত করছে। আর তার কথায় তুমি মত দেবে না?

তাহেরা - (একটু হেসে) হঠাৎ আপনি যেন চাইছেন আপনার ছেলের কথায় আমি মত দিই।

খোদেজা - না না, সে কথা নয়। তোমাদের বিয়ে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে। সে জন্যই কথাটা বলছি।

হাশেম - আম্মা, উনি কোনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন না। আপনি ওঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমিও যা বলতে চাই তা তাঁকে বোঝানো আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সব কথা এক মুহূর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। তিনি যদি মনে করেন আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইছি সেকথা সত্যও হতে পারে। তা সত্য কি মিথ্যা সে কথা জানতে হলে সময় নেবে। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি না?

তাহেরা - (নরম গলায়) আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই তো মনে সাহস পাচ্ছি। আপনার আম্মা থেকে থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু তিনিও আমাকে সাহায্য করছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কি আমাকে বের করে দিতে পারেন না?

খোদেজা - (হৃদয়ে টান পড়া গলায়) হয়েছে হয়েছে এত ঢঙের কথা শুনতে পারি না। (হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বসে ডাকেন) হাশেম, ঐ যে তোর আব্বা তোকে ডাকছেন। তাঁর কথা আমরা সবাই যেন ভুলেই গেছি। (কঠিন হয়ে) যা হাশেম। আর তোকে বলে রাখছি, ওসব সাহায্যটাহায্যের কথা আমি বুঝি না, বিয়ের কথা তো দূরে থাক। আর এ ঘরেও তোর কোনোই প্রয়োজন নেই। পীরসাহেবকে যা বলার আমিই বলব।

হাশেম - আমার কথাটা খেলোভাবে নেবেন না আম্মা। আমি মন থেকেই কথাটা বলছি।

তাহেরা - (একটু হুকুমের সুরে) যান আপনি পাশের ঘরে। দেখে আসুন আপনার আব্বা কেন ডাকছেন।

খোদেজা - (তাহেরার দিকে চেয়ে) এখন তোমার হুকুমই সে বোধ হয় শুনবে।

হাশেম - (হঠাৎ যেতে যেতে বিরক্তভাবে) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আপনার কথা শুনেই যাচ্ছি।

(পাশের ঘরে গিয়ে) আব্বা, আমাকে ডাকছিলেন?

হাতেম আলি - (চমকে উঠে) হ্যাঁ বাবা, তোমাকে ডেকেছিলাম। বসো। তোমাদের কথাটা বলার সময় এসেছে। শুধু একটা রাত; একটা রাত কথাটা ঢেকে রেখে লাভ কী?

হাশেম - (সভয়ে) আব্বা কী কথা বলবেন আপনি। কী কথা আর ঢেকে রেখে লাভ নাই?

হাতেম আলি - অস্থির হয়ো না; অস্থির হয়ে লাভ নাই বাবা। দেখো না আমার মধ্যে সমস্ত অস্থিরতার শেষ হয়েছে। আমার মনে আর কোনো ভয়-আশঙ্কা নাই, কোনো অস্থিরতা নাই। শুধু বড় ক্লান্তবোধ করছি। (থেমে) না, এখন আর বলতে কোনো বাধা নাই। বাবা, তোমাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমার কোনো অসুখ হয় নাই, দাওয়াই করার জন্যও আমি শহরে আসি নাই। এসেছিলাম জমিদারি রক্ষা করতে।

হাশেম - (বিস্ময়ে) জমিদারি রক্ষা করতে?

হাতেম আলি - হ্যাঁ। কিন্তু রক্ষা করতে পারলাম না। কাল জমিদারি নিলামে উঠবে।

হাশেম - কাল জমিদারি নিলামে উঠবে?

হাতেম আলি - শহরে টাকার জোগাড় করতে এসেছিলাম। জোগাড় হল না। জমিদারি বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদবুদের মতো জামিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সজ্ঞানে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না।

[স্তম্ভিতভাবে বাপের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে হাশেম ধীরপায়ে পাশের কামরায় যায়, গিয়ে বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে চেয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। খোদেজা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহেরার চোখেও উৎকণ্ঠা আসে।]

খোদেজা - তোর আব্বা কী বললেন? হাশেম! কথা বলিস না কেন?

হাশেম - কাল আমাদের জমিদারি নিলামে উঠবে।

খোদেজা - নিলামে উঠবে। কেন কেন? (স্তম্ভিত হাশেম এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।)

তাহেরা - (চমকে উঠে) আপনার ছেলে যে কাঁদছে!

হাশেম - (সংযত হয়ে নাক ঝেড়ে) আমি কি আর জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছি নাকি। কান্না এলো আব্বার কথা ভেবে। তাঁর চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।

হাতেম আলি - (উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) আমার ছেলেটাকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আমি পয়সা চাই না। আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না। [হাতেম আলি আবার নিঃশব্দে ফিরে যান।]

(উঠে পায়চারি করতে করতে আপন মনে) আমার কী আসে যায়। জমিদারি থাক বা না থাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। পড়াশোনা করেছি, এটা না হয় সেটা হবে, কিছু একটা করে খেতে পারবই। একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব। কিন্তু আব্বার কী হবে? এই বয়সে কী স্বপ্নই বা তিনি গড়তে পারেন? আশ্চর্য, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম তাঁর অসুখ হয়েছে। কিন্তু কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাটি না তিনি ভোগ করেছেন যে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে কথা বিশ্বাস করেছি। যে মানসিক যন্ত্রণা দুদিনে শরীরকে ভেঙে দেয় সে মানসিক যন্ত্রণা কঠিন অসুখের চেয়ে কষ্টকর (থেমে মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, কী হবে আব্বার? কী নিয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন?

তাহেরা - কেন, আপনারা থাকবেন আপনি থাকবেন, আপনার আম্মা থাকবেন।

হাশেম - জমিদারি! জমিদারি কী? কত জমিদারি এসেছে-গিয়েছে। আজ মাটি খুঁড়লেও কত কত বিশাল জমিদারির কোনো নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের আর কীই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে-যায় তাতে। আব্বাকে তাঁর এই শেষ বয়সে সে কথা কে বোঝাবে?

[বহিপীর হঠাৎ উঠে আসেন, এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ান]

বহিপীর - বিবি। বহুত হইয়াছে, আর ফ্যাঁকড়া তুলিবেন না। দেখুন, তাঁহাদের কাহার মনে শান্তি নাই। সকলেই কেমন বেচইন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পারিবারিক দুশ্চিন্তার সময় তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আরও কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।

[তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]

(অপেক্ষা করে) হুঁ। [তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বেঞ্চির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হকিকুল্লাহ্। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকিতেছে না।

হকিকুল্লাহ্ - জি।

বহিপীর - (রেগে) কী বুঝিলে যে জি বলিলে? যাও তুমি এখন যাও। আমি জমিদার সাহেবের সঙ্গে একটি কথা বলি। (হকিকুল্লাহ্র প্রস্থান। বাইরে গিয়ে আবার হুঁকা ধরাবে।) জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - আমাকে ডাকছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - বলি, এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে কেন? খোদার উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - জি, পীরসাহেব আস্থা রাখছি বৈকি।

বহিপীর - তাঁহার ছেফাত যেমন অসাধারণ, তেমনি অসংখ্য। তাঁহার স্বরূপ আমাদের কল্পনাতীত কিন্তু তাঁহার ছেফাতের এক-আধটু পরিচয় আমরা সকলেই পাই। তাহার জন্য এবাদত করিতে হয় না। তাঁহার ছেফাতের উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - সব আস্থা আছে পীরসাহেব, সব আস্থা আছে। কিন্তু এই যে রাতটি ক্রমে ক্রমে গভীরতর হচ্ছে আর তার মুহূর্তগুলি একটার পর একটা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে, এ রাতটিকে তো এড়াতে পারব না, এ রাতকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পারবে কি পীরসাহেব?

বহিপীর - খোদা কী না পারে জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (ব্যঙ্গ করে) জমিদার সাহেব। ডাকটা এখন কেমন ঠাট্টার মতো শোনায়। জমিদারি নাই, তবু জমিদার।

বহিপীর - আমি তা মনে করি না। জমিদার সাহেবকে জমিদার সাহেব ডাকিব নাতো কী ডাকিব?

হাতেম আলি - (একটু হেসে) সেটা আপনার মেহেরবানি পীরসাহেব।

বহিপীর - না, মেহেরবানি নয়, খাঁটি কথা। কারণ, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (চমকে উঠে বিস্ময়ে) আপনার কথা বুঝলাম না পীরসাহেব।

বহিপীর - বলিলাম। আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (বিস্ফারিত নেত্রে) পীরসাহেব, আমার মাথার অবস্থা এখন ঠিক নেই। আপনার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন যে আমার জমিদারি যাবে না?

বহিপীর - ঠিক, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (যেন অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন) এ কী কথা বলছেন পীরসাহেব। সে কী করে সম্ভব?

বহিপীর - সম্ভব, সম্ভব। দেখুন আপনি শহরে আসিয়াছিলেন টাকা কর্জ করিতে, কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, আপনার চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু জমিদারিটা যাওয়া না-যাওয়া কেবল টাকার ওপরই নির্ভর করিতেছে। সে টাকা আমি আপনাকে কর্জ দিব।

হাতেম আলি - পীরসাহেব!

বহিপীর - (মাথা নেড়ে) অধীর হইবেন না। পহেলা আমার কথা শুনুন। হঠাৎ খেয়াল হইল আপনি যেমন আপনার দুঃখে মুষড়াইয়া পড়িয়া বাহ্যিক সব কিছুর প্রতি অন্ধ হইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তখন পাশে বসিয়া আমিও আমার সমস্যায় লিপ্ত। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান-জমিনের প্রভেদ। আমার পাশে বসিয়াই আপনি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছেন; যেহেতু জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মান-সম্মান খোরাকির ব্যবস্থা সব হারাইতে বসিয়াছেন। জমিদারিই হইল আপনার মূল। মূল কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারে না; সব বুঝিয়া এবং আপনার পাশে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আপনার দুঃখ আমার মনে কোনো প্রকার দাগ কাটিতেছে না। উহার কারণ আমিও সমস্যাজর্জরিত। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর আর খোদার কী মর্জি, তাঁহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল; বলিতে লজ্জা নাই, তাঁহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাঁহাকে টলাইতে পারি না, তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। অবশ্য জোর-জুলুম করা যায়। জোর-জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। ভাবিলাম, অন্য কোনো পথ ধরিতে হইবে! আরও ভাবিলাম, আপনি ও আমি এক কামরায় বসিয়াও একাকী দুঃখ ভোগ করিতেছি, কেহ কাহার সাহায্য লাগিতেছি না। ভাবিলাম, আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না হইলেও অন্ততপক্ষে দুঃখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দিলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন তো?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকৃতজ্ঞ– উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এমন। **উৎকণ্ঠিত–** উদ্বিগ্ন; ব্যাকুল। **খোরাকি–** আহার্য বা ভরণপোষণের ব্যয়। **দাওয়াই–** ঔষধ; প্রতিকার। **নিলাম–** দেনার দায়ে প্রকাশ্যে বিক্রয়। **নিদারুন–** অতি ভীষণ; কঠোর; অসহ্য। **নিশানা–** চিহ্ন। **বাহ্যিক–** বাইরের; আপাত দৃশ্যমান। **মুষড়াইয়া–** হতাশ হয়ে পড়া। **স্তম্ভিতভাবে–** আশ্চার্যান্তিত-ভাবে। **হুলস্থুল–** গোলমাল; হৈচৈ কাণ্ড।

সারসংক্ষেপ :

তাহেরা আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হয়। আর হাশেম তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাহেরা চট করে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হয় না। তাই খোদেজা তাকে অকৃতজ্ঞ মনে করে। হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে খোদেজা হতাশা প্রকাশ করে। তাহেরার বিয়ে নিয়ে খোদেজা, হাশেম ও তাহেরার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। হাতেম আলি ছেলে হাশেমকে নিজের কাছে ডেকে নেন। তিনি ছেলেকে বজরায় করে শহরে আসার উদ্দেশ্যটা খোলাসা করে ব্যক্ত করেন। পিতার কথা শুনে হাশেম খানিকটা ভেঙে পড়ে। কেননা তার স্বপ্ন ছিল বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছাপাখানা করবে। অবশ্য হাশেম আলি নিজের স্বপ্ন ভাঙার চেয়ে পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি কাতরতা প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. বাইরে গিয়ে হুঁকা ধরায় কে?

ক. হাশেম আলি　　খ. হকিকুল্লাহ
গ. হাতেম আলি　　ঘ. কাশেম আলি

১৮. 'বহিপীর' তাহেরাকে থামালেন না কেন?

ক. ব্যর্থতায়　　খ. অনুশোচনায়
গ. আশা ফুরানোয়　　ঘ. ঘটনার যবনিকায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি রহিমার। কেননা তিনি আল্লাহওয়ালা লোক, মোদাচ্ছের পীরের খাস খাদেম। কিন্তু স্বামীকে দেখে মজা পায় জমিলা। বিয়ের একদিন পর সতিন রহিমাকে সে বলে, তয় দেইখা আমি কই, ধ্যাত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু, কারণ কী– আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।

১৯. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে যে বাক্যের–

ক. পীর সাহেবের বদদোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দেই।　　খ. বিয়ে হল তগদিরের কথা।
গ. খোদার ভেদ বুঝা সত্যই মুশকিল।　　ঘ. আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।

২০. উদ্দীপকের রহিমা এবং 'বহিপীর' নাটকে খোদেজার সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–

i. অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে　　ii. সংস্কার পালনে　　iii. সামাজিক প্রথায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- জমিদারির নিলাম ঠেকাতে বহিপীরের টাকা কর্জ দেয়ার শর্তের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তাহেরার বহিপীরের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বহিপীরের শর্ত অনুযায়ী তাহেরা রাজি হলেও হাতেম আলি তাতে রাজি না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- 'বহিপীর' নাটকের পরিসমাপ্তি লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

হাতেম আলি - এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মন দিয়ে শুনছি পীরসাহেব।

বহিপীর - আরও বলি, শুনুন। লোকেরা বলে, খোদা আমার দেলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আমি জানি না। আমি উদার লোক। বহুরূপীকে যেমন বহুরূপী হইবার জন্য সঙ সাজিতে হয়, তেমনি পীর হইতে হইলে তাহাকে পীরের সঙ ধরিতে হইবে– এ কথা আমি মানি না। কিন্তু রূহানি শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমি টক করিয়া মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারি। শুধু একনজর দেখিলেও বিবিকে আমার চিনিতে দেরি হয় নাই। স্নেহবিবর্জিতভাবে সৎমায়ের ঘরে মানুষ-হওয়া আমার মাতৃহারা বিবিটি জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা পান নাই। দায়িত্বের খাতিরে তাঁহার বাপজান তাঁহার ভরণ-পোষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্নেহ-মমতা দেন নাই। দায়িত্বের খাতিরে দায়িত্ব পালন করা আর স্নেহ-মমতার খাতিরে দায়িত্ব পালন করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কাজেই যেখানেই আমার বিবি একটু স্নেহ-মমতার আভাস পাইবেন, সেখানেই তাঁহার সমস্ত দিল হইতে কৃতজ্ঞতা উথলাইয়া উঠিবে। এ কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো। ইহার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে। কাজেই আপনাদের নিকট তিনি যে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে যাহাই বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, মেহেরবানি করে আরও খুলে বলুন।

বহিপীর - আসল কথা বলিবার আগে আরেকটা কথা বলিয়া লই। আপনি ভাবিতে পারেন, আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন। তা ছাড়া খোদারই মর্জি, তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাহিব তাহাই তাঁহারা দিবেন। মাটিকে সোনা করিবার কেরামতি আমার জানা নাই, কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া চাহিলেই আমার মুরিদগণ ভিটাবাড়ি বন্ধক দিয়া হইলেও আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমি কখনো কাহার কাছে এমন অনুরোধ জানাই নাই। আমার অর্থের কী প্রয়োজন। যাহা আমার আছে তাহাও আমি বিলাইয়া দিতে পারি। এক এক সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া ফেলিয়া সত্যিই চলিয়া যাই যেদিকে চোখ যায়, গুহা-গহ্বরে, অরণ্য-পর্বতে ও ইরান-তুরান-কাবলিস্থানে– যেখানেই নিরিবিলি একাকী খোদার এবাদত করা যায়। কিন্তু উহা স্বপ্ন, পীরের স্বপ্ন থাকে। আসলে আমি ইহাই ভাবি যে, সমস্ত ত্যাগ করিলে এবাদত হয় না, কারণ সমস্ত ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; যেখানে রূহ-এর মুক্তি মিলে না। তাহা হইলে খোদা কেবল আসমানই সৃষ্টি করিতেন, জমিন করিতেন না। অবশ্য অর্থ-যশ-মানের লোভ ত্যাগ করিতেই হয়, কিন্তু জীবনে সামান্য ঘনিষ্ঠ স্নেহ-মমতার সিঞ্চন না থাকিলে কোনো এবাদতই সম্ভব নয়। পানির অভাবে বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি সামান্য স্নেহ না থাকিলে রূহও মরিয়া যায়। তখন এক ঢোক পানি না পাইলে ঐশী প্রেমের সাধনা করা যায় না। সেই কারণেই আমি আমার বিবিকে চাই।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই না কেন, যাইতাম, যদি না তাঁহার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর পরিচয় পাইতাম। পালাইয়া যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, পালাইয়া যাওয়াটা অতি সহজও। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি পালাইয়া অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সহজ এই কাজটা কেহ কোনো দিন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা করিয়া তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কী করিয়া ফেলিয়া যাই? আমি এখনো জানি যে, জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা না পাওয়ার জন্য তিনি এই কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, তাহা সত্যই পাওয়া যায়। সেই জন্যই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একবার কোনো প্রকারে আমি যদি তাঁহাকে আমার স্নেহ-মমতার পরিচয় দিতে পারি, তিনি আমার নিকট হইতে আর পালাইতে চাহিবেন না। সেই পরিচয় দিবার একটা সুযোগই আমি চাই, এবং সেই কারণেই আপনার সমস্যা আর আমার সমস্যাকে মিলিত করিতে উদ্‌গ্রীব। এইবার আমার প্রস্তাবিত কথা আপনাকে বলি, শুনিতেছেন জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - জি পীরসাহেব, শুনছি, মন দিয়ে শুনছি।

বহিপীর - প্রশ্ন করি বলিয়া তাহা মনে করিবেন না। সারা জীবন বাঁধা-ধরা কথা বলিয়াছি, লোকেরা শুনিয়াছে কী শুনেন নাই, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কখনো মৌলিক কথা বলিতে থাকিলে ভয় হয় উহা বুঝি কেহ শুনিল না। দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ ফুলগাছ রোপণ করে, আপনি আপনার আঙিনার একটা গাঁদা ফুলের গাছ রোপণ করিলেও তাহা সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে আপনার ইচ্ছা হয়। যা হোক আমি বলিয়াছি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শহরেই আমার জনা তিনেক ধনী মুরিদ আছেন। তাঁহাদের কাছে চাহিলেই পাইব। সে টাকা দিয়া আপনি আপনার জমিদারি বাঁচাইতে পারিবেন, উহা আর নিলামে উঠিবে না। তবে একটা শর্তে আপনাকে টাকা কর্জ দিব। তাহেরা বিবিকে আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাতেম আলি - (বিস্ময়ে) এই শর্তে যে আপনার বিবিকে আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে?

বহিপীর - (জোর দিয়ে) জি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।

হাতেম আলি - (ইতস্তত করে) আমাকে মাফ করবেন পীরসাহেব, কিন্তু আমি যেন কিছুই আজ বুঝতে পারছি না। আমার জমিদারি থাকা না-থাকার সঙ্গে তাঁর যাওয়া না-যাওয়ার কী সম্পর্ক?

বহিপীর - বেয়াদবি মাফ করিবেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া মানসিক দুঃখকষ্টের ফলে আপনার মস্তক যেন ঘোলাটে হইয়া আছে। তাই আপনার বুঝিতে সময় নিতেছে। যান, সময় বেশি নাই। আপনি ভিতরে গিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া আমার বিবি সাহেবকে কথাটা বলুন। হকিকুল্লাহ্। (হকিকুল্লাহ্ এলে) পিঠটা একটু ভালো করিয়া টিপিয়া দাও। কেমন ব্যথা করিতেছে। (টিপতে শুরু করলে থেকে থেকে বহিপীর আনন্দধ্বনি করবেন) আর দেরি করিবেন না, জমিদার সাহেব, যান ভিতরে গিয়া বলুন। (হাতেম আলি আস্তে উঠে পাশের ঘরে যান। মুখ ভারাক্রান্ত, হাশেম উঠে বসে তাঁর দিকে তাকায়, খোদেজাও।)

হাতেম আলি - (বেঞ্চিতে বসে; তাহেরার দিকে তাকিয়ে) মনের চিন্তায় ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমার চিন্তার কারণ। আমাদের এত পুরনো জমিদারি ওঠে ওঠে। আগামীকালই তার নিলাম ওঠার তারিখ।

তাহেরা - (আস্তে) জি, শুনেছি।

হাতেম আলি - শহরেও টাকার ব্যবস্থা হল না; যদিও অনেক আশা ছিল যে হবে। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিন সাহায্য করতে পারলেন না। আমি চোখে আঁধার দেখছিলাম। এমন সময় পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দিতে রাজি হলেন। আমি তাঁর কাছে টাকা চাই নাই, তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিতে চেয়েছেন।

হাশেম - পীরসাহেব টাকা দিতে চেয়েছেন।

খোদেজা - খোদা, খোদা। সবই খোদার রহমত।

হাতেম আলি - কিন্তু একটা শর্ত আছে। পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দেবেন এই শর্তে যে আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই শর্তের আমি কোনোই অর্থ বুঝি না। আপনার সঙ্গে আমার জমিদারির কী সম্পর্ক? তা ছাড়া আপনি এখানে মেহেরবানি করে আশ্রয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনি কী করবেন কোথায় যাবেন তার সঙ্গে এ জমিদারির কী সম্বন্ধ? কাজেই এটি কেমনতর শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। পীরসাহেব না বলে অন্য কেউ এমন কথা বললে মনে করতাম ঠাট্টা করছেন।

[কয়েক মুহূর্তব্যাপী স্তব্ধতা]

তাহেরা - না, পীরসাহেব ঠাট্টা করছেন না। পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল চালছেন।

হাশেম - (ফেটে পড়ে) চাল, কী চাল?

তাহেরা - বুঝতে পারছেন না?

[আবার স্তব্ধতা]

হাশেম - আব্বা, বুঝেছি কিস্তিমাৎ করা চাল। যে কথা আপনিও বোঝেননি আমি বুঝিনি, সে কথা পীরসাহেব ঠিক অনুমান করেছেন। তিনি ঠিক বুঝেছেন যে তাঁর বিবি ঘর ছেড়ে পালাতে পারেন। যদিও জানেন না কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, এমনকি তিনি পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটি নির্দোষ পরিবারকে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন না, যদি সেই পরিবারকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া যায়। কেবল তাঁরই জন্য একটি পরিবারকে তিনি উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারেন না।

হাতেম আলি - এ কী আবার নতুন সমস্যা। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটি লোক আরও কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আপনার। বড় কঠিন দায়িত্ব; এ দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে যেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছেন, সেখানে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - খোদা, খোদা। কী দায়িত্ব, কী শর্ত?

হাশেম - (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) আর বুঝে কী হবে আম্মা। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এবার তিনি ফিরে যাবেন পীরসাহেবের খেদমত করার জন্য, পানিতে আর ঝাঁপ দিতে চাইবেন না, আপনার একমাত্র ছেলেরও মাথা খারাপ করবেন না। আপনি যা চাইছিলেন এবার তাই হবে।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, অত অস্থির হস্ না, দ্যাখ আমার বুক ধড়ফড় করছে।

হাশেম - (মায়ের দিকে দাঁড়িয়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না যে পীরসাহেব আমার মুখও বন্ধ করেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কারও সমর্থন নাই, তবু ভাবছিলাম কিছু একটা করবই। কিন্তু এবার আমার মুখ বন্ধ হল। আমিই একমাত্র তাঁর দলে ছিলাম, এবার তাঁর পক্ষ হয়ে আমার বলার কিছু থাকল না। আমি কী করে এবার বলি আপনি পালান, যাবেন না পীরসাহেবের সঙ্গে, মানবেন না তাঁর শর্ত, যাক আমার বাপের জমিদারি ধ্বংস হয়ে। আমার বাপের মনে যে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছে, এত গভীর নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু যে- আলো দেখা দিয়েছে, সে আলোকে ধূলিসাৎ করে আপনি পীরসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিন। উনি নিশ্চয়ই তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে আর সে কথা বলতে পারি না।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, তুই একটু চুপ করে বস, হাশেম!

হাশেম - (তাহেরার সামনে দাঁড়িয়ে) কী করতে চান আপনি? শুনলেন তো শর্ত, জানেন তো কীভাবে বাঁচবে আমাদের জমিদারি।

তাহেরা - কী আর করব (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - এই যে মেয়েটি হাসছে। তার মনে চিন্তা নাই, আর আমার ছেলেটি পাগলের মতো লাফালাফি চেঁচামেচি করছে।

হাশেম - (সে কথায় কান না দিয়ে তাহেরার দিকে চেয়ে) রহস্য করবেন না, পরিষ্কার করে বলুন, কী করতে চান?

তাহেরা - (গম্ভীর হয়ে) বলছি, বলছি। (যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতা।)

হাশেম - আব্বা! দেখুন উনি কাঁদছেন।

তাহেরা - (সংযত হয়ে) না না এমনি কান্না এলো। আমি বলছি, এত চেঁচামেচি করলে কী করে বলি।

খোদেজা - হাশেম তুই চুপ করে থাক। এখানে তোর আব্বা আছেন, তিনি সব বোঝেন। কিছু বলতে হলে তিনিই বলবেন। (হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

তাহেরা - পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে, তারপর আমি যাব।

হাতেম আলি - হাশেম কী করব? (হাশেম নীরব থাকে)

খোদেজা - হাশেমকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? ও বলার কে?

হাতেম আলি - একজন চেঁচামেচি করে আর একজন কাঁদে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজেকে যে কসাইর মতো মনে হচ্ছে। (হঠাৎ আত্মসংবরণ হারিয়ে) আমি আর কত পারি, বাবা। তোমরা যদি বুঝতে এত দিন কী দোজখ গেছে আমার ওপর দিয়ে, কী যাতনায় ভুগেছি একা একা, জমিদারি হারানো কী সহজ কথা।

তাহেরা - আপনি অমন করবেন না। পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। আর ভাববেন না এ বিষয়ে।

হাশেম - (আপনা মনে) আশ্চর্য, শুধু কতগুলো টাকার ওপর এতগুলো জীবন নির্ভর করছে। হয় এটি ধ্বংস হবে, না হয় ওটি ধ্বংস হবে। আর, আর আমার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল, এখন আর নাই।

খোদেজা - আমিই বলি। আমি অত প্যাঁচের ধার ধারি না। পীরসাহেব নেক মানুষ, তিনি ভালোই করতে চান। আমাদেরও, তাঁর বিবিরও। জমিদারি গেলে আমাদের সব যাবে, কিন্তু সে ফিরে গেলে তার কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ সে মান, যশ, সুখ, সম্পত্তি সব পাবে। তিনি যদি না বাঁচান তবে কে তাঁকে বাঁচাবে? তিনি তাঁর জন্য যা করেছেন, তা কেউ কারও জন্য করেন না। মেয়েটা বোকা, তাই বোঝে না। দুঃখ হল এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন বুদ্ধি হারিয়েছি। এতে এত ভাববার কী আছে?

হাশেম - (ব্যঙ্গের সুরে) না না, ভাববার কী আছে, আমাদের ভাববার কিছুই নাই।

[এ কামরায় এরপর সবাই ভাবে]

বহিপীর - ঐ ঘরে একবার যে যায় সে আর সহজে ফিরতে চায় না। কী হইল জমিদার সাহেবের? (থেমে) হকিকুল্লাহ্, হয়তো তোমাকে একটু বাহির হইতে হইবে। রাতেই তাহাদের বলিয়া রাখা সমীচীন হইবে, সময় তো বেশি নাই।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর!

বহিপীর - পাশের ঘরে কোনো আওয়াজ নাই। সকলে মিলিয়া কী করিতেছে? গোপনে-গোপনে শলাপরামর্শ আঁটিতেছে না তো? কী মতলব তাহাদের?

হকিকুল্লাহ - হুজুর, কী করে বলব কার মনে কী?

বহিপীর - (রেগে) তুমি তো কখনোই বলিতে পারো না। অপরের মাথায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রবেশ না করিলে যেন মনের কথা জানা যায় না। তওবা, তওবা টিপ জোরে টিপ।

তাহেরা - (জেগে উঠে) সত্যিই আর ভাববার কিছু নাই। যান, পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি রাজি আছি।

হাতেম আলি - (খোদেজার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?

খোদেজা - আমি তো বলেছি। মেয়েটি বুঝতে পারছে না যে পীরসাহেব তার ভালোর জন্যই এত সব করছেন। যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার ভালোর জন্যই তিনি যে এতটা করেছেন, তা বড় জোর-কপালের কথা। অন্য কেউ হলে এমন মেয়ের জন্য এক পাও নড়ত না। তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে খেয়ে-পরে সে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তা ছাড়া, পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? পীরসাহেব একটা চাল যদি চেলেই থাকেন তবে সেটা সকলের ভালোর জন্যই চেলেছেন। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই তো বুঝি।

তাহেরা - জমিদার সাহেব, তিনি ঠিকই বলছেন। যান, ভাববেন না।

হাশেম - (চিৎকার করে) আব্বা!

হাতেম আলি - (চমকে) কী বাবা?

হাশেম - (সুর বদলে) না, কিছু না। তিনি যা বলছেন তাই করুন।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) কী হইল তাঁহার? জমিদার সাহেব কিছু আসিয়া বলিবেন তো! (খাট্টা মেজাজে) বহুৎ হইয়াছে, হকিকুল্লাহ, আর নয়। বলিলাম টিপিতে, তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে। ময়দা নাকি আমার শরীরটা?

হাতেম আলি - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে) আর কিছু বলবেন না?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে)

খোদেজা - তার কথা সে বলেছে। আপনি যান, গিয়ে বলুন যে রাজি আছে।

হাতেম আলি - (হাশেমের দিকে তাকিয়ে) কী বাবা, উঠতে পারছি না কেন? চক্ষুলজ্জা নাকি?

হাশেম - লজ্জা করে কী হবে, আব্বা? তা ছাড়া করার যখন আর কিছুই নাই তখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন। আমরা যদি দোষী হয়েই থাকি, তবে সে দোষ চক্ষুলজ্জায় ঢাকবে না, বরঞ্চ তাতে দোষটা খুঁচিয়ে বের করে দেখানো হবে।

হাতেম আলি - (দৃঢ়চিত্তে উঠে পড়ে) আচ্ছা যাই। কিন্তু বলুন, আপনি অসুখী হবেন না তো?

তাহেরা - না, অসুখী কেন হব?

হাশেম - (রেগে অসংযত হয়ে) আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সেটা হজম করেছি আবার মিথ্যা কথা বলে সে চুনকালি রগড়াচ্ছেন কেন?

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - চেঁচান, চেঁচান। এবার জমিদারি তো ফিরে পেয়েছি, আসুন সবাই চেঁচাই। [হাতেম আলি উঠে পাশের ঘরে যান। দরজা আধা-খুলে হাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - কী খবর জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - তিনি যাবেন।

বহিপীর - শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। হকিকুল্লাহ্, হকিকুল্লাহ্!

হাতেম আলি - (বাধা দিয়ে) কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।

বহিপীর - ভাবিয়া কথা বলিতেছেন কি?

হাতেম আলি - অনেক তো ভেবেছি এ কদিন ভাবতে ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরও মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আব্বা! (এগিয়ে আসে)

বহিপীর - ভালো ভালো। যেমন বোঝেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

খোদেজা - (লাফিয়ে দরজার কাছে এসে) কী বললেন পীরসাহেবকে?

হাতেম আলি - (হেসে) বললাম, তিনি রাজি আছেন কিন্তু এভাবে আমি টাকা চাই না, যাক জমিদারি।

[খোদেজা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - (ঘন ঘন মাথা নেড়ে) হুঁ, বেশ বলিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন। হুঁ। উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা।

খোদেজা - (চেঁচিয়ে) পীরসাহেব, আমাদের ওপর রাগ করবেন না; আমাদের বদ্‌দোয়া দেবেন না।

বহিপীর - (হঠাৎ রেগে উঠে) আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ভাবিতেছেন, আপনারাই সব একেক জন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জল্লাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদন্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।

হাতেম আলি - পীরসাহেব? কী বলছেন আপনি?

খোদেজা - খোদা, খোদা!

বহিপীর - অবাক হইবেন না। অবাক হইবার কিছু নাই। তবে একটা কথা। আমার বিবি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হয় নাই। কিন্তু জমিদার সাহেবের ব্যাপারে আমি নেহাতই ভুল করিয়াছি। অতি আশ্চর্য, সে বিষয়ে সত্যিই নিঃসন্দেহ ছিলাম। এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা এক মুহূর্তের জন্য খেয়াল হয় নাই। আমাকে ভুল মানিতেই হইবে। আর এ কথাও মানিতে হইবে যে, কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, এমন কথা বলবেন না।

বহিপীর - না বলিয়া উপায় কী, কিন্তু ইহা প্রলাপ বকার মতো। চিন্তা করিবেন না, টাকা আপনি পাইবেনই।

হাশেম - (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে) না, পীরসাহেব, টাকা আমাদের চাই না।

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - (হাতেম আলির দিকে চেয়ে) আব্বা বলে দিন পীরসাহেবকে, বলে দিন যে সত্যই আমরা টাকা চাই না।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম।

বহিপীর - (অবাক হয়ে) এখন বাবা কী? আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি। এ দাবি কবুল করিতেই হয়।

তাহেরা - (উচ্চ ধীর কণ্ঠে) দেখুন, আমি একবার যে কথা বলেছি সে কথার ব্যতিক্রম হবে না। আমি যাব।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) কী বলছেন আপনি?

খোদেজা - হাশেম!

তাহেরা - (দৃঢ় কণ্ঠে) আমি যাবই!

হাশেম - (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদন্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়। বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্য পণ এটা নয়।

না, আপনাকে নেশায় ধরেছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুঁটি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ বদান্যতা হঠাৎ আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।

তাহেরা - (বিস্ময়ে) একি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

হাশেম - কথা বলবেন না। (বেরিয়ে যায়)

খোদেজা - (হাতেম আলিকে) কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থামান তাদের? থামান আমার ছেলেকে?

হাতেম আলি - হাশেম! (দ্রুতগতিতে উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই বহিপীর তার হাত ধরে ফেলেন, আর ইশারায় খোদেজাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।)

খোদেজা - পীরসাহেব।

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন।

[ততক্ষণে হাশেম তাহেরাকে হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না। কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে।]

বহিপীর - (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।

খোদেজা - (অধীর কণ্ঠে) পীরসাহেব! কী হবে আমাদের?

বহিপীর - (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জামিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?

খোদেজা - (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) পীরসাহেব!

বহিপীর - (দেদার হেসে) আপনি এইবার আমাকে বদ্‌দোয়া দিতেছেন। কিন্তু পীরের ঐ এক সুবিধা। কোনো বদ্‌দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি। হকিকুল্লাহ্!

[যবনিকা]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

উদগ্রীব– অত্যন্ত আগ্রহান্বিত; ব্যগ্র। **ফারাক–** পার্থক্য; প্রভেদ। **বদান্যতা–** দানশীলতা; উদারতা। **রুহানি শক্তি–** আধ্যাত্মিক শক্তি। **সিঞ্চন–** সেচন; জলসেচ। **স্বতঃপ্রবৃত্ত–** স্বেচ্ছাচালিত।

সারসংক্ষেপ :

নাটকের যবনিকাপাত ঘটে এই পাঠে। বহিপীর হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দেয়ার প্রস্তাব দেন। অবশ্য এর সঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দেন। শর্তটি হচ্ছে তাহেরাকে বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। জমিদার সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন। জমিদারের স্ত্রী খোদেজা পীর

সাহেবের প্রস্তাবে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন। হাশেম আলি মনে করে, এটা বহিপীরের কিস্তিমাত করা নতুন চাল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহেরাও সম্মত হয় পীরের সঙ্গে ফিরে যেতে। বহিপীর নতুন প্রস্তাবের ফল জানতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। উৎকণ্ঠা কাটিয়ে জমিদার হাতেম আলি ঘোষণা করেন যে, তাহেরার ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি পীরের নিকট থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করবেন না– প্রয়োজনে তার জমিদারি চলে যেতে পারে। এক পর্যায়ে বহিপীর সময়ের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে হাতেম আলিকে বিনা শর্তে টাকাটা ধার হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ঘটনা ক্রমশ জটিল হয়। তাহেরা বহিপীরের নিকট ফিরে যেতে চাইলে হাশেম তাকে নিয়ে নদীতীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। খোদেজা ছেলের জন্য আঁতকে ওঠে; কিন্তু পীর সাহেব হাশেম ও তাহেরার নতুন জীবনের পথে যাত্রাকে স্বাগত জানায়। রক্ষা পায় হাতেম আলির জমিদারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. 'পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য কজনের হয়?' –কথাটি কে বলেছে?

ক. খোদেজা　　খ. তাহেরা
গ. হাশেম আলি　　ঘ. হাতেম আলি

২২. 'তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।' –উক্তিটিতে বহিপীরের যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে–

ক. ব্যর্থতা　　খ. কূটকৌশল
গ. মানবিকতা　　ঘ. অসহায়তা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়াল রুবি। আর অতি চাপা কিন্তু ক্ষুব্ধ স্বরে ফিসফিস করে বলল,"আমি কি বকরি-ঈদের গরু-ছাগল নাকি।" আর কোনো কথা নেই। তারপর নদীর স্রোতে তাদের নৌকা বয়ে চলল।

২৩. উদ্দীপকের রুবির সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. খোদেজা　　খ. তাহেরা
গ. ফিরোজা　　ঘ. ফরিদা

২৪. এই সাদৃশ্য যে বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. অভিমানে　　খ. ঘৃণায়
গ. প্রতিবাদে　　ঘ. হতাশায়

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. ইংরেজি 'Drama' গ্রিক কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক. Dramia. খ. Democrate.
গ. Dracin ঘ. Drone.

২৬. নাটকে সাধারণত কয়টি উপাদান থাকে?

ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় কাজ করতেন?

ক. ঢাকা খ. কলকাতা
গ. প্যারিস ঘ. লন্ডন

২৮. 'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কী?

ক. হাশেম আলি খ. হাতেম আলি
গ. তাহেরা ঘ. বহিপীর

২৯. 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয় কত সালে?

ক. ১৭৯৫ খ. ১৭৭৬
গ. ১৭৭৪ ঘ. ১৭৭২

৩০. পীরসাহেবের নাম 'বহিপীর' হয়েছে কেন?

ক. পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে খ. বইয়ের ভাষায় কথা বলেন তাই
গ. সফরে থাকেন বলে ঘ. বই পড়ায় আগ্রহের কারণে

৩১. 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।' –উক্তিটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?

ক. মতভেদ খ. কৌশল
গ. সংঘর্ষ ঘ. গূঢ় রহস্য

৩২. ক্লাইমেক্স (Climax) বলতে কী বোঝায়?

ক. কাহিনির উৎকর্ষ খ. কাহিনির যবনিকা
গ. কাহিনির গর্ভ ঘ. কাহিনির চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব

৩৩. তাহেরার মতে পীরসাহেব–

i. বুদ্ধিমান লোক
ii. বৃদ্ধ লোক
iii. ধুরন্ধর লোক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৩৪.'বহিপীর' কথ্যভাষাকে তুলনা করেছেন কীসের সঙ্গে?

i. আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে
ii . মাঠের ভাষার সঙ্গে
iii. ঘাটের ভাষার সঙ্গে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বুড়ো মকবুলের তিনটি বউ থাকা সত্ত্বেও সে আম্বিয়া নামে অসহায় একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আম্বিয়া ভালবাসে মকবুলের চাচাতো ভাই মন্তুকে। অন্য বউদের আপত্তির কারণে শেষ পর্যন্ত মকবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করতে পারেনি।

৩৫.উদ্দীপকের মকবুলের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কার মিল রয়েছে?

i. হাতেম আলির
ii. হাশেম আলির
iii. বহিপীরের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩৬.'বহিপীর' নাটকের যে বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে–

i. ধর্মীয় বিধানের সুযোগ গ্রহণ করা
ii. মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়া
iii. অন্যের মতামতকে উপেক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় রণবীর আজ সর্বস্বান্ত। একসময় তিনি শহরে বাল্যবন্ধুর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য গমন করেন। কিন্তু বিফল হয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।

৩৭. নিচের কোন চরিত্রটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. বহিপীর　　খ. তাহেরা
গ. হাতেম আলি　　ঘ. হকিকুল্লাহ

৩৮.'বহিপীর' নাটক ও উদ্দীপকে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–

i. কূটকৌশল
ii. স্বপ্নভঙ্গ
iii. অস্তিত্বের সঙ্কট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii.

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটোল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াইশো টাকার গহনা আর পটোল বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকি ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হল না। সেই হল শুরু আর তারপর এল এই বন্যে ...বাবা বললেন, বল কী? অতগুলা টাকা গহনা হারালো! অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে–

ক. 'বহিপীর' নাটকটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
খ. 'বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নেই।' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে জমিদার হাতেম আলীর কোনো সাযুজ্য রয়েছে কী? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও হাতেম আলির জীবনে ভাগ্য বিড়ম্বনার চিত্রই যেন ফুটে উঠেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

আবহমান বাংলায় পীরগণ ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরে জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। সুবর্ণার বাবা এমনই এক বৃদ্ধ পীরের মুরিদ। পীরের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় এবং ইহকালীন ও পরকালীন সমৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় নিজের মেয়েকে তিনি পীরের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। সঙ্গতকারণে বাবার মতকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সুবর্ণা, তাই বিয়েতে সে সম্মতি জানায়। অন্যদিকে তারই খেলার সাথী ও চাচাতো বোন উর্মিলা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, "তুই কি পাগল হলি সুবা? ওই বুড়োটাকে বিয়ে করবি তুই? চালচুলো আছে ওর? আর আমি হলফ করে বলছি, ও ব্যাটার নিশ্চয় বউ রয়েছে কয়েক গণ্ডা। শেষে কি সতীনের ঘানি টানবি?

ক. বজরায় কয়টি কামরা রয়েছে?

খ. 'কথ্যভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।' –কেন?

খ. উদ্দীপকের সুবর্ণা 'বহিপীর' নাটকে তাহেরা থেকে কীভাবে বিপরীতধর্মী? –ব্যাখ্যা করুন। ।

ঘ. "উদ্দীপকে পীর চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকে পীরের যথার্থ প্রতিচ্ছবি।" –মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাল্যকালে বাবা-মাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে মানুষ কাঁকন। টাকার লোভে তার মামা বাদল কাঁকনকে সতীনের ঘরে বিত্তবান ফারুকের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেন। এর প্রতিবাদ করে তার স্ত্রী মোহনা বলেন, "কাঁকনকে আমাদের ছেলে উৎপলের বউ করে নেব। তবু ওখানে মেয়ে বিয়ে দেব না।" কিন্তু বাদল বলেন, "উৎপলের অন্য জায়গায় বিয়া দিলে কত্তগুলান টাকা পাওয়া যাইতো, সে বুদ্ধিটুকুনও নাই তোমার।" মোহনা প্রতিবাদ করে বলেন, "অইছে, অইছে, আমার অত বুদ্ধির দরকার নাই, টাকারও দরকার নাই, কয়দিনের জীবন মানুষের।"

ক. হাতেম আলির জমিদারি কোনখানে?

খ. খোদেজার পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের বাদল এবং 'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মানবিকতা ও বাস্তবজ্ঞানে মোহনা চরিত্রটি খোদেজার চেয়ে অগ্রসর।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মন্তব্য করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

মুরিদের বাড়িতে সফরে এসেছেন পীর সাহেব। হঠাৎ করে মুরিদের ছোট ছেলে রজবের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী করিমন তার চোখে পড়ে যায়। পীরের মনে সাধ জাগে যেভাবেই হোক করিমনকে তার পেতে হবে। মিথ্যাচার করে তিনি ধর্মের আশ্রয় নিলেন। রাতে বিশেষ ইবাদত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি জানালেন মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রীকে নিজের চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ এসেছে। স্বপ্নের নির্দেশ অমান্য করলে মুরিদ এবং তার ছেলে রজবের ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অগত্যা চাপে পড়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয় রজব। শোক আর কান্নায় পীরের ঘর করতে চলে যায় করিমন।

ক. তাহেরা নিজেকে কার সঙ্গে তুলনা করেছে?

খ. 'কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে।' –কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের পীর 'বহিপীর' নাটকে কার প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের পীর নিষ্ঠুর কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের পীর জটিল।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

কৃষ্ণমনি, কৃষক আবু মোল্লার বউ নুরন্নাহারকে বলে, "মেয়ে মানুষের অদৃষ্ট বইন। আমি তুই হলাম খুঁটিতে বাঁধা। চক্কর খেয়ে মলেম, কিন্তু শখ আহলাদ কারে কয়, দেখতে পেলেম না। তোর এই রূপের ডালি সে কি চাষার ঘরের জিনিস? রাজা জমিদার যদি একবার এই রূপ নয়ন মেলে দেখত।" জবাবে নুরন্নাহার তাকে বলে, "রাজা জমিদার কোনোদিন চোখেও দিখিনি, দেখতেও পাবনা। আমার যে আছে সেই অনেক।"

ক. পীরের গায়ে কী লাগে না?

খ. তাহেরা কেন 'বহিপীর'কে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে চায়নি?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের অমিলটি তুলে ধরুন।
ঘ. "নুরন্নাহার ও তাহেরা স্বভাবে বিপরীতধর্মী হলেও উভয়েই অসহায়তার শিকার।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

কোনো কোনো ব্যাংক যেন সাক্ষাৎ কাবুলিওয়ালা। এমনি এক ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বিপদে পড়েছেন উৎপল বিশ্বাস। সুদে-আসলে ঋণ ফেরত দিতে গিয়ে আজ তার ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলার অবস্থা। তার বন্ধু বনমালি রায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। তবে উৎপল বাবুকে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। বনমালি রায়ের ছেলের সাথে উৎপল বাবুর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জানা গেল বনমালি রায়ের ছেলেটি মাদকাসক্ত। উৎপল বাবুর মেয়ে উর্মিলা তাই সঙ্গতকারণেই বিয়েতে রাজি হয়নি। অতঃপর বনমালি রায় বিয়ের শর্তে নয়, বন্ধুত্বের খাতিরেই টাকাটা ধার দিতে চাইলেন।

ক. কখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন?
খ. 'ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবী।' –কে, কেন একথা বলেছেন?
গ. উদ্দীপকের উৎপল বিশ্বাসের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কোন চরিত্রের সাযুজ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উর্মিলা ও তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা যেন একসূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

কাহিনির পরিবৃত্তে অন্যান্য সব উপাদান সমন্বিত হয়েই নাটকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে। কাহিনির গঠনগত যাবতীয় উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান নাট্যকারের কাহিনি পরিকল্পনার বড় সাফল্য। কাহিনির সুষ্ঠু বিকাশের উপরই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। এ কারণেই বোধ হয় অ্যারিস্টটল কাহিনিকে নাটকের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। অ্যারিস্টটলের এ ধারণার আলোকেই পরবর্তীকালে নাট্যকাহিনি নির্মাণের গতিধারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে।

ক. সংস্কৃতে নাটককে কী বলা হয়?
খ. 'এটি একটি মিশ্র শিল্প মাধ্যম।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের কোন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে নাটকের সব বিষয় নয় একটিমাত্র উপাদানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।" –আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

একদিন মহব্বতনগর গ্রামে গ্রামবাসীদের চলমান জীবনধারায় নতুন তরঙ্গ খেলা করে। সেখানে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মজিদ নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে বলে এই গ্রামের ঘন ঝোঁপে আকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত পুকুরের পাড়ে শ্যাওলাধরা যে প্রাচীন কবরটি রয়েছে তা একজন মোদাচ্ছের পীরের। এরপর সেই কবরের সংস্কার হয়। কবরের ওপর লালসালু কাপড় বিছিয়ে শুরু হয় মজিদের কবর ব্যবসায়। সে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের খাদেমের দায়িত্ব নেয়। এভাবে গ্রামটির সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে নানা সংস্কারের কথা বলে, ভয় দেখিয়ে মজিদ নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেয়।

ক. হকিকুল্লাহ কে?
খ. 'আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।' –খোদেজা বেগম একথা বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের কোনো মিল রয়েছে কি? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মজিদ ও বহিপীরের উদ্দেশ্য সমধর্মী।" –আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

অবশেষে স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে পিসির ঘরে আশ্রয় নেয় অপরাজিতা। পিসি তাকে বোঝায় স্বামী বুড়ো হলেও যেহেতু সম্পদের অভাব নেই তাই তার কাছে ফিরে গেলে সে সুখেই থাকবে। কিন্তু অপরাজিতা অনড়। সে কৌশলের

আশ্রয় নেয়। পিসির ছেলে অনন্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। সে তার মায়ের ধ্যান-ধারণার সাথে একমত পোষণ না করে অপরাজিতার পক্ষ অবলম্বন করে।

ক. হাতেম আলি টাকা জোগাড় করতে কোথায় এসেছিলেন?
খ. 'একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারবো' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের অপরাজিতা 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. 'পিসি এবং খোদেজা একই ভাবধারায় পুষ্ট দুটি নারী চরিত্র।' –উদ্দীপক এবং 'বহিপীর' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

রমা গ্রাম্য পরিবেশে হাসি আনন্দে বেড়ে ওঠা এক উচ্ছল কিশোরী। মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াত সে। মুক্ত পায়ে বিয়ের বেড়ি পরিয়ে দিল তার বাবা। তাও আবার বার্ধক্যে জর্জরিত এক বুড়োর সঙ্গে। রাজি হয় না কিশোরী রমা। বাড়ি থেকে সে পালিয়ে যায়। বাবা-মা তাকে খুঁজে পেলেও সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় অমন বুড়োর সংসারে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। জয় হয় তার স্বাধীনচেতা মনোভাবের।

ক. বার্তাবাহককে কী হতে হয়?
খ. 'আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?
গ. উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের খণ্ডাংশ মাত্র।' –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭ এর নমুনা উত্তর :

ক. সংস্কৃতে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়েছে।

খ. একাধিক মাধ্যমকে ধারণ করে বলে নাটককে মিশ্র শিল্পমাধ্যম বলা হয়।
শিল্প ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নাটক। নাট্যাভিনয় মঞ্চে দেখানো এবং সংলাপ শোনানোর মাধ্যমে তা দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে একইসঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য। এ দুইয়ের সমন্বয়ের কারণে নাটককে মিশ্র শিল্পমাধ্যম বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি'র পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।
মানব জীবনের সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না,আনন্দ- বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নাটক। নাটকে মানুষের জীবন মূল বিষয় হলেও সম্পূর্ণ জীবন এখানে রূপায়িত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনাকে আশ্রয় করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। তাই প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকতে হয়।
উদ্দীপকটিতে নাটকের কাহিনির কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে নাটক হচ্ছে কাহিনির সঙ্গে অনেকগুলো উপাদানের সমন্বিত রূপ। নাটকের যাবতীয় উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারাটাই হচ্ছে নাট্যকারের বড় সাফল্য। মহান দার্শনিক অ্যারিস্টটলও কাহিনিকে নাটকের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে 'বহিপীর' রচনাটিতেও নাটকের গঠনকৌশল বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কাহিনি' নামক উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। 'বহিপীর' নাটকেও জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনি রচিত হয়েছে। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় এটি একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে অভিনেতা বা অভিনেত্রী দ্বারা মঞ্চস্থ হবে। ফলে বহিপীরের নাট্যকারকে কাহিনি রচনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি'র বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনাটিতে নাটকের একটি উপাদানের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।
কাহিনি একটি নাটকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন নাট্যকারকে প্রথমেই তাঁর নাটকের জন্য কাহিনি নির্বাচন করতে হয়। নাটকের কাহিনিটি সামাজিক হতে পারে, ঐতিহাসিক হতে পারে, দেবতা নির্ভর কিংবা কোনো রাজ-রাজড়ার কাহিনিও হতে পারে। বস্তুত কাহিনিটি যেমনই হোক বা এতে যার কথাই বলা হোক, মানুষের জীবন প্রবাহ থেকে নির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন করে নাটকে তা তুলে ধরতে হয়।

উদ্দীপকে নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে নাটকে 'কাহিনি'র গঠনগত সামঞ্জস্য নাট্যকারের বড় সাফল্য। অ্যারিস্টটল নাটকের কাহিনিকে তার আত্মা বলেছেন। অ্যারিস্টটলের মতটি পরবর্তীকালে নাট্যকারদের বেশ প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য রচনাটিতেও নাটকের কাহিনির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে বহিপীর রচনায় কাহিনি ছাড়াও নাটকের অন্যান্য উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে– ১. কাহিনি বা বিষয় ২. চরিত্র ৩. সংলাপ ৪. পরিবেশ। একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়।

উদ্দীপকে শুধু নাটকের উপাদানের একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে নাটকের অন্যান্য উপাদান, রস, পর্ববিন্যাস, মঞ্চব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়নি। কিন্তু 'বহিপীর' রচনাটি নাটকের সবগুলো উপাদান নিয়ে একটি সুসংহত নাটক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের সব বিষয় নয়, একটি মাত্র উপাদানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮ এর নমুনা উত্তর :

ক. হকিকুল্লাহ পীর সাহেবের ব্যক্তিগত সহকারী।

খ. 'আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।' –উক্তিটি খোদেজার।

তাহেরাকে বজরায় তুলে সহযোগিতা করার জন্য খোদেজা ও তার পরিবার পীরের বিরাগভাজন হয়েছেন, তাই খোদেজা ক্ষোভে এই উক্তিটি করেছে। তাহেরা একজন পীরের স্ত্রী। কাকতালীয়ভাবে পীরসাহেবও ঐ বজরায় আশ্রয় নেন। পীর তার স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাহেরা পীরের সঙ্গে যেতে রাজি নয়। অন্যদিকে জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরাকে সমর্থন করে। এমনকি তাহেরাকে রক্ষা করার জন্য সে বিয়েও করতে চায়। কিন্তু পীরের স্ত্রীকে বিয়ে করলে তার অভিশাপ পড়বে পুরো পরিবারের উপর। আর এই অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে খোদেজার সংসার। মূলত এই ভয় থেকেই খোদেজা আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের অমিল লক্ষ করা যায়।

আবহমান বাংলায় মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু কুসংস্কারও প্রবেশ করেছে। পীরে ভক্তি, পীরে মুক্তি– এ ধরনের মতও কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। ধর্ম বহির্ভূত অসংযত আবেগ দ্বারা যখন মানুষ পরিচালিত হয় তখন সে যুক্তিরহিত হয়ে পড়ে। সে নিজের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে না। পীরের অলৌকিক প্রভাব তার চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্দীপকে মজিদ একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসেছে। সে মহব্বতনগর গ্রামে এসে একজন মোদাচ্ছের পীরের মাজার খুঁজে পায়। অতঃপর নিজে উক্ত মাজারের খাদেম নিযুক্ত হয়। পরে গ্রামবাসীকে মাজারের ভক্ত বা মুরিদ করে তোলে। লালসালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিই হচ্ছে মজিদের ধর্মব্যবসায়ের উপকরণ। একসময় মাজারটিই হয়ে উঠে তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। অনুরূপভাবে 'বহিপীর' নাটকে দেখা যায় পীর সাহেব সারাদেশে সফর করে বেড়ান। দুই বৎসর এক বৎসর অন্তর অন্তর তিনি বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে তশরিফ আনেন। ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। যেটি মজিদের রয়েছে। এই দুজনের কাজের ধরণও আবার ভিন্ন রকমের। মজিদ ও বহিপীরের অর্থ উপার্জনের কৌশলও আলাদা। বহিপীরকে সারাদেশ থেকে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। মজিদকে সারাদেশে যেতে হয় না। মোদাচ্ছের পীরের মাজারে এসেই লোকজন টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। অতএব বলা যায়, মজিদ ও বহিপীর চরিত্রের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে মজিদ ও নাটকে বহিপীরের কর্মকৌশল কার্যক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য একই –ধর্মব্যবসায় ও অর্থ উপার্জন।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাতে হয়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতার। এক্ষেত্রে কেউ টিকে থাকে, কেউবা হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য। তবু মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোনো কমতি করে না। অর্থ-সম্পদ উপার্জনের জন্য সে বিভিন্ন উপায়ের সঙ্গে কখনো কখনো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগায়। উদ্দীপকের মজিদ এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর এই শ্রেণির মানুষ যারা পবিত্র ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেছে।

উদ্দীপকে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের আগমন ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। গ্রামে সে একজন মোদাচ্ছের পীরের মাজার আবিষ্কার করে। মাজারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তার ধর্মব্যবসায়। গ্রামের সকল মানুষকে সে মাজারের ভক্ত বা মুরিদ বানিয়ে ফেলে। গ্রামের মানুষকে সে ধর্মের ভয় দেখায়। এভাবে মজিদ একসময় মহব্বতনগর গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠে। তার বৈষয়িক উন্নতিও ঘটে। অন্যদিকে 'বহিপীর' নাটকে পীরসাহেব সারাদেশব্যাপী ভ্রমণ করেন। বৎসর অন্তর তার মুরিদদের সঙ্গে দুএকবার সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া তিনি নিজেই একজন পীর, মজিদের মতো কোনো পীরের খাদেম নন। সকল অঞ্চলের মুরিদদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি বইয়ের ভাষা ব্যবহার করেন।

উদ্দীপকের মজিদ ও নাটকের বহিপীরের কাজের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। একজনের উপার্জনের উপায় মাজার ব্যবসায়। অন্যজন সারা দেশে ঘুরে বেড়ান। মজিদকে লোকজন অর্থ-সম্পদ মাজারে এসে দিয়ে যায়। আর বহিপীরকে সারাদেশ ঘুরে ঘুরে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। অতএব, পর্যালোচনা শেষে বলা যায় উদ্দীপক ও বহিপীর নাটকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কিন্ত ধর্মব্যবসায় ও অর্থ উপার্জনে মজিদ ও বহিপীর প্রায় সমধর্মী।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯ এর নমুনা উত্তর :

ক. হাতেম আলি টাকা জোগাড় করতে শহরে এসেছিলেন।

খ. 'একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব।' –উক্তিটি হাশেমের। এর মধ্য দিয়ে হাশেম নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পড়াশোনা শেষ করে হাশেমের ইচ্ছা ছিল সে ছাপাখানা করবে। এ জন্য সে বাবার কাছে টাকাও চেয়েছিল। কিন্তু বাবা জমিদার হাতেম আলি ঋণের দায়ে জমিদারি হারাতে বসেছেন। তাই তিনি টাকা দিতে পারেননি। অবশ্য হাশেম বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। সে মনে করেছে তার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল না হলে ভবিষ্যতে আরেকটি স্বপ্ন সৃষ্টি করবে এবং সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাবে। মূলত এ উক্তিটির মধ্য দিয়ে হাশেম আলি নিজের কষ্টকে লাঘব করতে চেয়েছে। আর পিতার কষ্টকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে।

গ. উদ্দীপকের অপরাজিতা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় মেয়েদের মতামতের চেয়ে অভিভাবকের ইচ্ছাটাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। অভিভাবকরা নিজের মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়। ফলে তাদের স্বার্থবুদ্ধির জন্য নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজেকে বাঁচাতে নারী প্রতিবাদ জানায়।

উদ্দীপকে অপরাজিতা স্বামীর নিকট থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। উদ্দীপকের অপরাজিতার মতো 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার মা-বাবাও যখন তাকে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দেয় তখন সে পলায়ন করে। পালিয়ে এসে সে আশ্রয় নেয় জমিদার হাতেম আলি ও তার স্ত্রী খোদেজা বেগমের নিকট। কিন্তু জমিদার ও তার স্ত্রী তাহেরাকে বৃদ্ধ পীরের নিকট তুলে দিয়ে নিজেদের জমিদারি রক্ষা করার চেষ্টা করেন। জমিদার পুত্র হাশেম তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। উদ্দীপকে অপরাজিতা যেমন বাবা বা পিসি কারোর নিকট হতে রক্ষা পায়নি, তেমনি তাহেরাও মা-বাবা কিংবা জমিদার দম্পতি কারোর নিকট প্রশ্রয় পায়নি। অবশ্য উদ্দীপকে অনন্ত ও 'বহিপীর' নাটকে জমিদার পুত্র হাশেমের মতো আধুনিকমনস্ক ছেলেরা বঞ্চিত নারীদেরকে রক্ষা করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অপরাজিতা চরিত্রের সঙ্গে নাটকের তাহেরা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে পিসি এবং 'বহিপীর' নাটকে জমিদারপত্নী খোদেজা গা বাঁচানো অধিকার বিমুখ একজোড়া নারী চরিত্র।

আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সবসময় স্বাধীনচেতা। সে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যায়ের মুখোমুখি হলে প্রতিবাদ করে। ব্যর্থ হলে ভিন্নভাবে চিন্তা করে। উদ্দীপকে অপরাজিতা স্বামীর বাড়ি হতে পালিয়ে পিসির আশ্রয়ে এসেছিল। সে বৃদ্ধ পাত্রের সংসার হতে বাঁচতে চেয়েছিল যেমন নাটকে তাহেরা বাবা-মার দেয়া বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে গিয়েছিল।

উদ্দীপকে পিসির মতে অপরাজিতার স্বামীর সঙ্গে সংসার করা দরকার। এখানে স্বামীর বয়স কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। স্বামী যেহেতু সম্পদশালী তাই অপরাজিতা সেখানে সুখেই থাকবে। 'বহিপীর' নাটকে তেমনি খোদেজাও ধর্মীয় সংস্কারে বিশ্বাসী। খোদেজা মনে করে বিয়ে আল্লাহর হুকুম। পীরদের সাথে বিয়ে হওয়াটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়।

তাছাড়া বিবাহিত মেয়ের সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়া ভীষণ অন্যায়। নিজের ছেলে হাশেম তাহেরার দায়িত্ব নিতে চাইলেও সে কোনোভাবেই রাজি হয়নি।

উদ্দীপকের পিসি এবং নাটকের খোদেজা দুটি চরিত্রই সুশিক্ষিত ও অধিকার সচেতন নয়। নারীর অধিকারের বিষয়টি তাদের চিন্তার বাইরে। তারা দুজনেই সমাজের পুরাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা সেকালের ধ্যান-ধারণা চর্চা করে। তাই তাদের কাছ থেকে অপরাজিতা ও তাহেরা কোনো উপকার পায়নি। উদ্দীপকের পিসি ও নাটকের খোদেজা অধিকার সচেতন হলে অপরাজিতা ও তাহেরার জীবন অন্যরকম হতে পারত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পিসি এবং 'বহিপীর' নাটকে খোদেজা একই ভাবধারায় পুষ্ট দুটি নারী চরিত্র।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০ এর নমুনা উত্তর :

ক. বার্তাবাহককে দলহীন হতে হয়।

খ. শাস্ত্রসম্মতভাবে তাহেরা ও পীর সাহেবের বিয়ে হলেও তাহেরা মনে করে এ বিয়েতে ফাঁক রয়ে গেছে।

পীর সাহেবের সঙ্গে তাহেরার বিয়ে দিতে বাবা-মা উদগ্রীব ছিলেন। বিশেষত পীরের নেক নজর পাওয়ার আশায় তারা অল্পবয়সী মেয়েকে পীরের নিকট বিয়ে দিতে রাজি হন। ফলে শাস্ত্রীয় বিধিমোতাবেক পীরসাহেব ও তাহেরার বিয়ে হয়। তবে বিয়ের আগে তাহেরার মত নেয়া হয়নি। তাছাড়া তাহেরা বিয়ের আগে বা পরে পীরসাহেবকে দেখেনি। যেহেতু পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি এবং তাহেরার মত নিয়ে বিয়ে হয়নি, তাই তাহেরা এ বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

গ. আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা। বিয়ে দুটি নর-নারীকে একসূত্রে গ্রন্থিত করে। তাই এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীদের সকল দিক থেকেই একটি বোঝাপড়া থাকা উচিত। আমাদের সমাজে প্রায়ই এ বোঝাপড়াটি মানা হয় না। এমনকি কখনো কখনো মেয়ের মতামতকেও উপেক্ষা করা হয়। ফলে সৃষ্টি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার। অনেক সময় বিয়ের পাত্র-পাত্রীদের পলায়নের মতো ঘটনাও ঘটে।

উদ্দীপকে রমা উচ্ছল প্রকৃতির অল্পবয়স্ক বালিকা কিন্তু তার বাবা তাকে বুড়ো বয়সী লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে সে পালিয়ে যায়। তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেও সে বিয়ে করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। তদ্রূপ 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা অনেকটা সৎ মায়ের হাত হতে বাঁচানোর জন্য এবং পূণ্য সঞ্চয়ের আশায় এক বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দিলে তাহেরাও পালিয়ে যায়। বৃদ্ধ পীর তাহেরাকে খুঁজে পেলেও শেষ পর্যন্ত ঘরে তুলতে পারেন না। তাহেরা তার উপযুক্ত পাত্র হাশেম আলির সাথে চলে যায়। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপকে রমা এবং নাটকে তাহেরা সংগ্রাম করে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। বলা চলে, উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে নাটকের তাহেরা চরিত্রের চিত্রই শুধু অঙ্কিত হয়েছে যা মূল নাটকের একটি অংশ মাত্র।

পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের দেশে একটি সামাজিক রেওয়াজ। অনেক সময়ই এর ব্যতিক্রম ঘটে। কখনো কখনো আবেগের বশে বা অন্য কোনো কারণে অনেক অভিভাবক নিজেদের অজান্তে সন্তানের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলে আত্মপ্রত্যয়ী সন্তান তাদের ব্যক্তিসত্তাকে সমুন্নত রাখার জন্য সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করে। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনেকে এটা করে থাকে। কেউ কেউ আবার অন্যের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় কিশোরী রমাকে বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়ায় সে বাড়ি হতে পলায়ন করে। তার পরিবার তাকে খুঁজে পেলেও সে বুড়োর সাথে সংসার করতে ইচ্ছুক নয়। অন্যদিকে 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের ভণ্ডামি, সং সেজে কিশোরী মেয়ে বিবাহ, জমিদার হাতেম আলির পতন, জমিদার পুত্র হাশেমের সচেতনতা এবং সার্বিকভাবে নারীর সচেতনতা ইত্যাদি অনেক বিষয় উঠে এসেছে। উদ্দীপকে নাটকের কেবল একটি বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে তাহেরার পলায়নের ঘটনাটি। নাটকের প্লট অনুযায়ী অন্যান্য সমস্যা ও এর সমাধান উদ্দীপকটিতে নেই।

উদ্দীপকের রমা ও তাহেরার মধ্যে যে বিষয়ে মিল রয়েছে সেটি হল তারা দুজনই নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেয়নি। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। এই লড়াইয়ে তারা জয়ীও হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকটিতে নাটকের অন্যান্য বিষয়গুলো ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না, এটি সমগ্র নাটকের একটি খণ্ডাংশ মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী। তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষি আর ক্ষেত মজুররা। বললে, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা? মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির ব্যাপারী। তওবা, তওবা, কহেন কী মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা। ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। পীরের বদদোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা। কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার।

ক. নাটকের প্রাণ কোনটি?

খ. 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি?' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের জমির ব্যাপারী 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে তুলে ধরে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মতি মাস্টার এবং হাশেম আলি দুজনেই নবজাগরণের স্বাপ্নিক পুরুষ।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. ক	০২. খ	০৩. গ	০৪. ঘ	০৫. ক	০৬. ঘ	০৭. ক	০৮. খ	০৯. গ	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. ঘ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. ঘ		